সহমরণ বিষয়
প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ

[১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে প্রকাশিত]

প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ

প্রথমে প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন।—আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমর ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ

নিবর্ত্তকের উত্তর।—সর্ব্বশাস্ত্রেতে এবং সর্ব্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘা তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারে যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করি থাকেন।

প্রবর্ত্তক।—তোমরা এ বড় অযোগ্য কহিতেছ যে সহমরণ ও অনুমরণ শা নিষিদ্ধ হয় এ বিষয়ে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদের বচন শুন। মৃতে ভর্ত্তরি যা না সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকো চ যানি লোমানি মানবে। তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ ব্যালগ্রা যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তদ্বৎ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে। পুনাতি ত্রিকুলং সাধ্বী ভর্ত্ত যানুগচ্ছতি॥ তত্র সা ভর্তৃপরমা পরা পরমলালসা। ক্রীড়তে পতিনা স যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি মানবঃ। তং পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতং॥ সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃ নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ॥ স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার স হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মনুষ্য দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে করে॥ আর যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলের দ্বারা গর্ত্ত হইতে সর্পকে উ করিয়া লয় তাহার ন্যায় বলের দ্বারা ঐ স্ত্রী স্বামীকে লইয়া তাহার সহিত সুখ ে করে। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃ এবং স্বামিকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে। আর অন্য স্ত্রী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ইচ্ছাবতী আর স্বামীর প্রতি অত্যন্তশ্রদ্ধাযুক্ত যে ঐ স্ত্রী সে পতির সহিত ও পর্য্যন্ত স্বর্গ ভোগ করে যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত না হয়। আর পতি যদি ব্রহ্ম করেন কিম্বা কৃতঘ্ন হয়েন কিম্বা মিত্রহত্যা করেন তথাপি ঐ পতিকে সর্ব্বপাপ হ

মুক্ত করে ইহা অঙ্গিরামুনি কহিয়াছেন॥ স্বামী মরিলে সাধ্বী স্ত্রী সকলের অগ্নি প্রবেশ ব্যতিরেকে আর অন্য ধর্ম্ম নাই॥ কপোতিকার ইতিহাসচ্ছলে যাহা ব্যাস লিখিয়াছেন তাহাও শুন॥ পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং। তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্ত্তারং সান্বপদ্যত॥ পতিব্রতা যে এক কপোতিকা সে পতি মরিলে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল পরে ঐ কপোতিকা স্বর্গে যাইয়া পতিকে পায়॥ এবং হারীতের বচন শুন। যাবচ্চাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী নাত্মানং প্রদাহয়েৎ। তাবন্ন মুচ্যতে সা হি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চনেতি॥ পতি মরিলে স্ত্রী যাবৎ পর্য্যন্ত অগ্নিতে আত্মাকে দাহ না করে তাবৎ স্ত্রীযোনি হইতে কোনোরূপে মুক্ত হয় না। এবং বিষ্ণু ঋষির বচন শুন। মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি। পতি মরিলে পত্নী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন কিম্বা পতির চিতাতে আরোহণ করিবেন। এখন অনুমরণ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণের বচন শুন॥ দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং॥ ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ।*। অন্যদেশস্থ পতির মৃত্যু হইলে পর সাধ্বী স্ত্রী স্নান আচমনপূর্ব্বক পতির পাদুকা-দ্বয়কে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক। এইরূপ অগ্নিপ্রবেশ করিলে ঐ স্ত্রী আত্মঘাতিনী হয় না যেহেতুক ঋক্‌বেদের বাক্য আছে কিন্তু তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, সেই অশৌচ অতীত হইলে পুত্রেরা যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিবেন।*। মৃতানুমরণং নাস্তি ব্রাহ্মণ্যা ব্রহ্মশাসনাৎ। ইতরেষু তু বর্ণেষু তপঃ পরমমুচ্যতে॥ জীবন্তী তদ্ধিতং কুর্য্যান্মরণাদাত্মঘাতিনী। যা স্ত্রী ব্রাহ্মণজাতীয়া মৃতং পতিমনুব্রজেৎ। সা স্বর্গমাত্মঘাতেন নাত্মানং ন পতিং নয়েৎ। মৃত পতির অনুমরণ ব্রাহ্মণী করিবেন না যেহেতু বেদের শাসন আছে আর ইতর বর্ণের যে স্ত্রী তাহাদের অনুমরণকে পরম তপস্যা করিয়া কহেন। ব্রাহ্মণী জীবদ্দশায় থাকিয়া পতির হিত কর্ম্ম করিবেন। আর ব্রাহ্মণ জাতির যে স্ত্রী পতি মরিলে অনুমরণ করে সে আত্মঘাতজন্য পাপের দ্বারা আপনাকে ও পতিকে স্বর্গে লইতে পারে না॥ এইরূপ নানা স্মৃতিবচনের দ্বারা সিদ্ধ যে সহমরণ ও অনুমরণ তাহাকে কিরূপে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কহ এবং তাহার অন্যথা করিতে চাহ।

নিবর্ত্তক।—এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক যদি সহমরণ ও অনুমরণ করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয় কিন্তু বিধবাধর্ম্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর॥ কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি

গৃহীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরন্তু তু ॥ আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং ॥ পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না ॥ আর আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক থাকিবেন ॥ ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন ॥ যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং ॥ যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্মৃতি ॥ মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥ মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে। বিশেষত বেদে কহিতেছেন ॥ তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াদিতি ॥ যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুসত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না। অতএব মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আপন২ স্মৃতিতে বিধবার প্রতি ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মই কেবল লিখিয়াছেন এই নিমিত্ত এই শ্রুতি ও মন্বাদি স্মৃতি দ্বারা তোমার পঠিত অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি সকল বাধিত হইয়াছেন যেহেতু স্পষ্ট বিধি দেখিতেছি যে স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মোক্ষ সাধন করিবেন।

প্রবর্ত্তক।—তুমি যে কহিতেছ সহমরণ ও অনুমরণ বিধায়ক অঙ্গিরা প্রভৃতির যে স্মৃতি তাহা মনুস্মৃতির বিপরীত হয় এ কথা আমরা অঙ্গীকার করি না যেহেতু মনু যে কর্ম্ম করিতে বিধি দেন নাই তাহা অন্য স্মৃতিকারেরা বিধি দিলে মনুর বিপরীত হয় না যেমন মনু সন্ধ্যা করিতে বিধি দিয়াছেন হরিসংকীর্ত্তন করিতে কহেন নাই কিন্তু ব্যাস হরিসংকীর্ত্তন করিতে কহিয়াছেন সে ব্যাসবাক্য মনুর বিপরীত নহে এবং হরিসংকীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ না হয় সেইরূপ এখানেও জানিবে যে মনু বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যের বিধি দিয়াছেন এবং বিষ্ণু প্রভৃতি ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ উভয়ের বিধি দিয়াছেন অতএব মনুস্মৃতি সহমরণের অভাব পক্ষে জানিবে।

নিবর্ত্তক।—সন্ধ্যা ও হরিসংকীর্ত্তনের উদাহরণ যাহা তুমি দিতেছ সে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের সহিত সাদৃশ্য রাখে না যেহেতু দিনমানের মধ্যে সন্ধ্যার বিহিত কালে

সন্ধ্যা করিলে তদ্ভিন্ন কালে হরিসংকীর্ত্তনের বাধা জন্মে না এবং সন্ধ্যার ইতরকালে হরিসংকীর্ত্তন করিলে সন্ধ্যার বাধা হয় না অতএব এ স্থানে একের বিধি অন্যের বাধক কেন হইবেক কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বিষয়ে একের অনুষ্ঠান করিলে অন্যের অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা থাকে না অর্থাৎ পতি মরিলে যাবজ্জীবন থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান যাহা মনু কহিয়াছেন তাহা করিলে সহমরণের বাধ হয় এবং সহমরণ যাহা অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি কহিয়াছেন তাহা করিলে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মোক্ষ সাধনের বাধ হয় অতএব এ দুয়ের অবশ্যই বৈপরীত্য আছে। বিশেষত নান্যো হি ধর্ম্ম ইত্যাদি বচনে অঙ্গিরা ঋষি সহমরণের নিত্যতা কহেন এবং হারীত ঋষি আপন স্মৃতিতেও সহমরণ না করিলে স্ত্রীযোনি হইতে মুক্ত হয় না এইরূপ দোষ শ্রবণের দ্বারা নিত্যতা কহেন। অতএব ঐ সকল বচন সর্ব্বথাই মনুস্মৃতির বিপরীত হয়।

প্রবর্ত্তক।—অঙ্গিরার বচনে কহেন যে সাধ্বী স্ত্রীর সহমরণ বিনা অন্য ধর্ম্ম নাই আর হারীতবচনে সহমরণ না করিলে যে দোষশ্রবণ আছে তাহাকে আমরা মনুস্মৃতির অনুরোধে সহমরণের প্রশংসা মাত্র বলিয়া সঙ্কোচ করি কিন্তু সহমরণের নিত্যতাবোধক হয় এমত নহে এবং ঐ সকল বচনে সহমরণের ফলশ্রুতি আছে তাহার দ্বারাও সহমরণ কাম্য হয় এমৎ বুঝাইতেছে।

নিবর্ত্তক।—যদি মনুস্মৃতির অনুরোধ করিয়া সহমরণের নিত্যতাবোধক যে বাক্য অঙ্গিরা ও হারীতবচনে আছে তাহাকে স্তুতিবাদ কহিয়া সঙ্কোচ করিলে তবে ঐ মনুস্মৃতি যাহাতে পতি মরিলে বিধবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবেক এই বিধির দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের নিত্যতা দেখাইয়াছেন তাহার অনুরোধ করিয়া অঙ্গিরা ও হারীতাদির সমুদায় বচনের সঙ্কোচ কেন না কর এবং স্বর্গাদির প্রলোভ দেখাইয়া স্ত্রীহত্যা করণে ক্ষান্ত কেন না হও। অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে কামনাপূর্ব্বক আত্মহননকে দৃঢ় করিয়া নিষেধ করিয়াছেন।

প্রবর্ত্তক।—যে সকল মনু স্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য ও শ্রুতি তুমি শাসন দিলে তাহা প্রমাণ বটে কিন্তু সহমরণ বিষয়ে যে এই ঋক্‌বেদের শ্রুতি আছে তাহাকে তুমি কি রূপে অপ্রমাণ করিতে পার। যথা॥ ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্বিশন্ত্বনশ্রবা অনমীরাসুরত্না আরোহন্তু যাময়ো যোনিমগ্নেঃ॥

নিবর্ত্তক।—এই শ্রুতি এবং ওই পূর্ব্বোক্ত হারীত প্রভৃতির স্মৃতি যাহা তুমি প্রমাণ দিতেছ সে সকল সহমরণের ও অনুমরণের প্রশংসা এবং স্বর্গফল প্রদর্শনের দ্বারা কাম্য বোধক হয় এবং ইহাকে কাম্য না কহিলে তোমারো উপায়ান্তর নাই এবং সহমরণের সঙ্কল্পবাক্যে স্বর্গাদি কামনার প্রয়োগ স্পষ্ট করাইতেছে অতএব এ

শ্রুতির ও হারীতাদি স্মৃতির বাধক আমাদের পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম শ্রুতি সর্ব্বথা হয় ইহার প্রমাণ। কঠোপনিষৎ॥ অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্যউ প্রেয়ো বৃণীতে॥ শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক্ হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম সেও পৃথক্ হয় ঐ জ্ঞান আর কর্ম্ম ইহাঁরা পৃথক্২ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন২ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার কল্যাণ হয় আর যে কামনাসাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পরমপুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়॥ মুণ্ডকোপনিষৎ॥ প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জংঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা পুনঃ২ জন্ম জরা মরণকে প্রাপ্ত হয়॥ আর যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডেতে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা জন্মজরা-মরণাদিদুঃখে পীড়িত হইয়া পুনঃ২ ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধসকল গমন করিলে পথে নানাপ্রকার ক্লেশ পায়॥ এবং সকল স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসের সার যে ভগবদ্গীতা তাহাতে লিখিতেছেন॥ যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ যে সকল মূঢ়েরা বেদের ফলশ্রবণবাক্যে রত হইয়া আপাততঃ প্রিয়কারী যে ওই ফলশ্রুতি তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহে আর কহে যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিরা দেবতাস্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরমপুরুষার্থ করিয়া জানে আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভ দেখায় এমৎরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমৎ বাক্যসকলকে পরমার্থসাধন কহে অতএব ভোগৈশ্বর্য্যেতে আসক্ত-চিত্ত এমৎরূপ ব্যক্তিসকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না॥ এবং মুণ্ডকশ্রুতি॥ যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ইত্যাদি॥ গীতা॥ অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং॥ অর্থাৎ তাবৎ বিদ্যা হইতে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ হয়েন। অতএব এই সকল শ্রুতির ও গীতার প্রমাণে ফলপ্রদর্শক শ্রুতি সর্ব্বথা নিষ্কাম শ্রুতি দ্বারা বাধিত হয়েন। অধিকন্তু পূর্ব্ব২

ঋষিরা এবং আচার্য্যেরা ও সংগ্রহকর্ত্তারা এবং তোমরা ও আমরা সকলেরি এই সিদ্ধান্ত যে ভগবান্ মনু সর্ব্বাপেক্ষা বেদার্থজ্ঞাতা হয়েন তেঁহ ঐ দুই শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সকাম শ্রুতির দুর্বলতা স্বীকারপূর্ব্বক পূর্ব্বলিখিত নিষ্কাম শ্রুতির অনুসারে পতি মরিলে স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন। এবং ভগবান্ মনু সকাম ও নিষ্কামের বিবরণ আপনি করিয়াছেন। ১২ অধ্যায়॥ ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥ প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাষ্টিতাং। নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ কি ইহলোকে কি পরলোকে বাঞ্ছিত ফল পাইব এই কামনাতে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের পর জন্মমরণরূপ সংসারে প্রবর্ত্তক হয় আর কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসপূর্ব্বক যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করে তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহি অর্থাৎ সংসার হইতে নিবর্ত্ত করায় যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্ত কর্ম্ম করে তাহারা দেবতাদের সমান হইয়া স্বর্গাদি ভোগ করে আর যে ব্যক্তি নিবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে শরীরের কারণ যে পঞ্চ ভূত তাহা হইতে অতীত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।

প্রবর্ত্তক।—তুমি যাহা কহিলে তাহা বেদ ও মনু ও ভগবদগীতাসম্মত বটে কিন্তু ইহাতে এই আশঙ্কা হয় যে স্বর্গাদিসাধন সহমরণ ও অন্য২ যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদে এবং অন্য২ শাস্ত্রে যাহা কহিয়াছেন সে সকল বাক্য কি প্রতারণা মাত্র হয়।

নিবর্ত্তক।—সে প্রতারণা নহে তাহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যতে প্রবৃত্তি নানা প্রকার যাহারা কাম ক্রোধ লোভেতে আচ্ছন্নচিত্ত হয় তাহারা নিষ্কাম পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবর্ত্ত না হইয়া যদি সকাম শাস্ত্র না পায় তবে এককালেই শাস্ত্র হইতে নিবর্ত্ত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় যথেষ্টাচার করিবেক অতএব সেই সকল লোককে যথেষ্টাচার হইতে নিবর্ত্ত করিবার জন্যে নানাপ্রকার যজ্ঞাদি যেমন শত্রুবধার্থীর প্রতি শ্যেনযাগ এবং পুত্রার্থীর প্রতি পুত্রেষ্টি যাগ ও স্বর্গার্থীর প্রতি জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ইত্যাদির বিধান করিয়াছেন কিন্তু পরে পরে ঐ সকল সকামীর নিন্দা করিয়াছেন এবং ঐ সকল ফলের তুচ্ছতা পুনঃ২ কহিয়াছেন যদি এইরূপ বারংবার সকামীর নিন্দা ও ফলের তুচ্ছতা না করিতেন তবে ঐ সকল বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পারিত। ইহার প্রমাণ কঠোপনিষৎ॥ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥ জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ

বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। ভগবদ্গীতা॥ ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। কর্ম্মবিধায়ক বেদ সকল সকাম অধিকারিবিষয়ে হয়েন অতএব হে অর্জুন তুমি কামনারহিত হও। ও কর্ম্মফলের নিন্দাবোধক শ্রুতি শুন॥ ইহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি॥ যেমন ইহলোকে কৃষ্যাদি কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত যে ফল তাহা পশ্চাৎ নষ্ট হয় সেইরূপ পরলোকে পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত যে স্বর্গাদি ফল তাহা নষ্ট হয়। গীতা। ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ যে সকল ব্যক্তি ত্রিবেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং ঐ সকল যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করিয়া স্বর্গ প্রার্থনা করে সে সকল ব্যক্তি যজ্ঞশেষ ভোজনের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ গমন করিয়া নানাপ্রকার দেবভোগ প্রাপ্ত হয়। পরে সেই সকল ব্যক্তি ঐরূপে স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আইসে অতএব কাম্য ফলার্থী ব্যক্তিসকল এইরূপ ত্রিবেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া কখন স্বর্গে কখন মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ২ যাতায়াত করে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।

প্রবর্ত্তক।—তুমি সহমরণ ও অনুমরণের অন্যথা বিষয়ে যে সকল শ্রুতিস্মৃতিকে প্রমাণ দিলে যদ্যপিও তাহার খণ্ডন কোনো রূপে হইতে পারে না কিন্তু আমরা ঐ হারীতাদি স্মৃতির অনুসারে সহমরণ ও অনুমরণের ব্যবহার করিয়া পরম্পরায় আসিতেছি।

নিবর্ত্তক।—তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায্য ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করান সর্ব্বথা অযোগ্য হয় দ্বিতীয়ত ঐ সকল বচনেতে এবং ঐ বচনানুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্পবাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চুপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারীতাদির বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা হয়।

প্রবর্ত্তক।—যদিও এরূপ বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা হারীতাদি বচনের দ্বারা প্রাপ্ত নহে তথাপি সঙ্কল্পের পর সহমরণ না করিলে পাপ হয় এবং লোকত নিন্দা আছে এনিমিত্ত আমরা করিয়া থাকি।

নিবর্ত্তক।—পাপের ভয় যে কহিলে সে তোমাদের কথামাত্র যেহেতু ঐ স্মৃতিতেই কহিয়াছেন যে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে পাপের ক্ষয় হয়। যথা। চিতিভ্রষ্টা চ যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥ প্রাজাপত্য ব্রতে অসমর্থ হইলে এক ধেনুমূল্য তিন কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলেই সিদ্ধ হয়। অতএব পাপের ভয় নাই তবে লোক-নিন্দাভয় যাহা কহিতেছ তাহাও অন্যায় যেহেতু যে সকল লোক জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা না করিলে নিন্দা করে তাহাদের স্তুতি নিন্দাকে সাধু ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন না আর ঈশ্বরের ভয় ও ধর্ম্মভয় ও শাস্ত্রভয় এ সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল স্ত্রীবধেচ্ছু লোকের নিন্দাভয়ে স্ত্রীবধ করাতে কিরূপ পাতক হয় তাহা কি আপনি বিবেচনা না করিতেছেন।

প্রবর্ত্তক।—যদ্যপি এরূপ বন্ধনাদি করা শাস্ত্রপ্রাপ্ত নহে তথাপি তাবৎ হিন্দুর দেশে এইরূপ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে এ প্রযুক্ত আমরা করি।

নিবর্ত্তক।—তাবৎ হিন্দুর দেশে এঁরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্পদেশ যে এই বাঙ্গলা ইহাতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরাপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনস্থ এবং পর্ব্বতীয় লোক যাহারা২ পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে তাহাদিগ্যে নির্দ্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এ সকল কুকর্ম্ম হইতে তাহাদিগ্যে নিবর্ত্ত করণে প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না বস্তুত ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণের উপায় শাস্ত্র এবং শাস্ত্রসংমত যুক্তি হইয়াছেন সে শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অসম্মত এরূপ স্ত্রীবধ হয় এবং যুক্তিতেও অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।

প্রবর্ত্তক।—এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিম্বা যাহা হউক আমরা এ ব্যবহারকে নিবর্ত্ত করিতে দিব না ইহার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায়

রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জাতি কুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহারো মনে স্ত্রীঘটিত কলঙ্কের কোনো চিন্তা হয় না ইতি।

নিবর্ত্তক।—কেবল তাবি আশঙ্কাকে দূর করিবার নিমিত্তে এরূপ স্ত্রীবধে পাপ জানিয়াও নির্দ্দয় হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইতেছ তবে ইহাতে আমরা কি করিতে পারি কিন্তু ব্যভিচারের আশঙ্কা পতি বর্ত্তমান থাকিতেই বা কোন্ না আছে বিশেষত পতি দূরদেশে বহুকাল থাকিলে ঐ আশঙ্কার সম্ভাবনা কেন না থাকে অতএব সে আশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি করিয়াছ।

প্রবর্ত্তক।—স্বামী বর্ত্তমানে ও অবর্ত্তমানে অনেক প্রভেদ আছে যেহেতু স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে নিকটেই থাকুন কিম্বা দূরদেশেই থাকুন স্ত্রী সর্ব্বদা স্বামীর শাসনেই থাকে নিঃশঙ্ক হইতে পারে না স্বামীর মৃত্যু হইলে পর সেরূপ শাসন থাকে না সুতরাং নিঃশঙ্ক হয়।

নিবর্ত্তক।—যে শাস্ত্রানুসারে পতি বর্ত্তমানে পতির শাসনে স্ত্রীকে থাকিতে হয় সেই শাস্ত্রেই লিখেন পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক এ ধর্ম্ম রক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়ন্তা করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্ত্তমানে স্বামী প্রভৃতির শাসন ত্যাগ ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিবৃত্তি হইতে পারে না যেহেতু অনেক২ স্থানে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেও তাহার শাসনে স্ত্রী না থাকিয়া স্বতন্ত্রা হইতেছে। কায়মনবাক্যজন্য দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবর্ত্ত করিবার কারণ শাসনমাত্র হইতে পারে না কিন্তু জ্ঞানের উপদেশ ঈশ্বরের ভয় দুষ্কর্ম্ম হইতে কি স্ত্রীকে কি পুরুষকে নিবর্ত্ত করায় ইহা শাস্ত্রে ও প্রত্যক্ষে দেখিতেছি।

প্রবর্ত্তক।—তুমি আমাদিগ্যে পুনঃ২ কহিতেছ যে নির্দ্দয়তা করিয়া আমরা স্ত্রীবধে প্রবর্ত্ত হই এ অতি অযোগ্য যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিতে সর্ব্বদা কহিতেছেন যে দয়া সকল ধর্ম্মের মূল হয় এবং অতিথিসেবাদি পরম্পরা ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দয়াবত্তা সর্ব্বত্রে প্রকাশ আছে।

নিবর্ত্তক।—অন্য২ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালককাল অবধি আপন২ প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য২ গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের

বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ২ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবেদের অত্যন্ত দয়া হয়।

প্রবর্ত্তক।—তুমি যাহা২ কহিলে তাহা আমি বিশেষ মতে বিবেচনা করিব।

নিবর্ত্তক।—এ অতি আহ্লাদের বিষয় যে এখন তুমি এ বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিবেচনা করিলে যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হয় তাহার অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেক এবং এরূপ স্ত্রীবধজন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি।

বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ

[১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রকাশিত]

'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুস্তিকার উত্তর-স্বরূপ, কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' প্রচার করেন। এই পুস্তিকার মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় হস্তাক্ষরে নিম্নোদ্ধৃত অংশ লিখিত আছে :—

নব্য শ্রীশং বিরচিতং শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণা।

আদেশাদতুল শ্রীল কালাচাঁদ বসোবিদং।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রে (পৃ. ৩৩২-৩৩) আলোচ্য পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেও গ্রন্থকারের নাম ও পুস্তিকার প্রকাশকাল জানা যায়। 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' লেখেন :—

On the burning of Widows.

...a small work in defence of this practice just published in quarts without name or date; but a manuscript note on the first blank leaf informs us that it is published by *Cassee-nat'h-turkubagish*, by the desire of Cala-chund-bhose. It is in the form of a dialogue, written in Bengalee with an English Translation.

কলিকাতার ঘোষালবাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠী ছিল। কালাচাঁদ বসুর পিতা গুরুপ্রসাদ বসু প্রধানতঃ এই চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং

বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ

প্রথম বিধায়কের বাক্য।—শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদিতে বিহিত আছে যে সহমরণ ও অনুমরণ এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ের ব্যবস্থা দিতেছেন এমন বিষয়ে যে তোমরা প্রতিবন্ধক হও এ বড় অনুচিত

নিষেধকের উত্তর।—তোমরা শাস্ত্র না জানিয়া কহিতেছ যে এ অনুচিত কিন্তু শাস্ত্র জানিলে এমন কহিবা না

বিধায়ক।—আমরা শাস্ত্র জানি না ইহা তুমি কহিতেছ অতএব সহমরণ অনুমরণ বিষয় শাস্ত্র কহি শুন। অঙ্গিরার বচন ॥*॥ মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ তিস্রঃ কোটার্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে। তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥ মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে। পুনাতি ত্রিকুলং সাধ্বী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ তত্র সা ভর্তৃপরমা পরা পরমলালসা। ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ॥ ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি মানবঃ। তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতং॥ সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে। নান্যোহস্তি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ ॥*॥ পতি মরিলে যে স্ত্রী ঐ পতির জলচ্চিতা আরোহণ করে সে বশিষ্ঠের পত্নী যে অরুন্ধতী তাহার সমান হইয়া স্বর্গভোগ করে। এবং যে স্ত্রী পতির সহিত পরলোক গমন করে সে মনুষ্যশরীরে যে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে তাবৎ বৎসর স্বর্গবাস করে। আর যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলদ্বারা গর্ত্ত হৈতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয় তেমন আপনার বলদ্বারা ঐ স্ত্রী পতিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল পতিকুল এই তিন কুল পবিত্র করে। এবং ঐ স্ত্রী অন্য স্ত্রী হৈতে শ্রেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠইচ্ছাবতী পতির অত্যন্ত অনুগতা হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত পতির সহিত ক্রীড়া করে। এবং পতি যদি ব্রহ্মহত্যা করিয়া থাকে কিম্বা কৃতঘ্ন থাকে [illegible] মিত্রহত্যা করিয়া থাকে তথাপি ঐ পতিকে সর্ব্বপাপ হৈতে মুক্ত করে ঐ স্ত্রী এই অঙ্গিরার বাক্য ॥*॥ পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রীর অগ্নি প্রবেশ ব্যতিরেকে আর এমন ধর্ম্ম নাই। এবং পরাশরের বচন ॥*॥ তিস্রঃ কোটার্দ্ধকোটীচ যানি লোমানি মানবে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥*॥ যে স্ত্রী পতির সহিত পরলোক গমন করে সে স্ত্রী মনুষ্যশরীরে যে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে তাবৎ কাল স্বর্গবাস করে। হারীতের বচন ॥*॥ যাবচ্চাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী নাত্মানং প্রদাহয়েৎ। তাবন্ন মুচ্যতে সাহি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চন ॥*॥ পতি মরিলে স্ত্রী যাবৎ পর্য্যন্ত আত্মশরীরের দাহ

না করে তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রীশরীর হৈতে মুক্ত হয় না॥ এবং মহাভারতের বচন ॥•॥ অবমত্য চ যাঃ পূর্ব্বং পতিং দুষ্টেন চেতসা। বর্ত্তন্তে যাশ্চ সততং ভর্তৃণাং প্রতিকূলতঃ॥ ভর্ত্রানুগমনং কালে যাঃ কুর্ব্বন্তি তথাবিধাঃ। কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়ান্মোহাৎ সর্ব্বাঃ পূতা ভবন্ত্যুত ॥•॥ যে সকল স্ত্রী পতি বর্ত্তমান থাকিতে দুষ্ট চিত্তদ্বারা পতির অপমান করিয়া থাকে এবং পতির প্রতিকূল আচরণ সর্ব্বদা করিয়া থাকে সে সকল স্ত্রীও যদি পতির মৃত্যুর পরকালে কামহেতুক কিম্বা ক্রোধহেতুক কিম্বা ভয়হেতুক কিম্বা মোহহেতুক পতির সহিত পরলোক গমন করে তবে তাহারাও পবিত্র হয়॥ বিষ্ণু ঋষির বচন ॥•॥ মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বেতি ॥•॥ ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য করিবেন কিম্বা জলচ্চিতারোহণ করিবেন। এমন অর্থ করিলে ইচ্ছাবিকল্প হয় তাহাতে অষ্ট দোষ শাস্ত্রে কহিয়াছেন অতএব অষ্ট দোষে দুষ্ট যে ইচ্ছাবিকল্প তাহাকে ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থিত বিকল্প গ্রাহ্য করিতে হবেক তাহাতে অর্থ এই যে জলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক এই অর্থেরি গ্রাহ্যতা। ইহার প্রমাণ স্কন্দপুরাণের বচন ॥•॥ অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন। তথাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ ॥•॥ পতি মরিলে স্ত্রী যদি দৈবাৎ কোনো রূপে সহগমন অনুগমন না করিতে পারে তথাপি বিধবার ধর্ম্মরক্ষা করিবেক যদি ধর্ম্ম রক্ষা না করে তবে সে স্ত্রী নরক গমন করে॥ এবং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গিরার বচন। নান্যোহস্তি ধর্ম্ম ইত্যাদি। সাধ্বী স্ত্রীর এমন ধর্ম্ম আর নাই অর্থাৎ সহগমন অনুগমন-তুল্য প্রধান ধর্ম্ম আর নাই। এই সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্র কহিলাম্॥ এখন অনুমরণ বিষয় শাস্ত্র শুন। মৎস্যপুরাণ ॥•॥ দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং॥ ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥•॥ বিদেশে পতির মৃত্যু হইলে পর সাধ্বী স্ত্রী স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পতির পাদুকাদি গ্রহণ করিয়া জলচ্চিতারোহণ করিবেক। ঐ স্ত্রী আত্মঘাতিনী হয় না ঋগ্বেদের বাক্যহেতুক। এবং তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয় ঐ অশৌচ অতীত হইলে পুত্রাদিরা তাহার যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিবেক এবং উশনার বচন ॥•॥ পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি। অন্যাসাস্কৈব নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোয়ং পরঃ স্মৃতঃ॥ পৃথক্‌চিতারোহণ করিয়া ব্রাহ্মণী পরলোক গমন করিবেক না ব্রাহ্মণী ভিন্ন যে সকল স্ত্রী তাহাদিগের ঐ পরম ধর্ম্ম ॥•॥

নিবর্ত্তক।—তুমি যে সকল শাস্ত্র কহিলা ইহার দ্বারা সহ[illegible] অনুমরণ প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু বিধবাধর্ম্মে মনু যে কহিয়াছেন তাহা শুন ॥•॥ কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। নতু নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং॥ অনেকানি সহস্রাণি কুমার-ব্রহ্মচারিণাং। দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং॥ মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥•॥ পতির মৃত্যু হইলে পর স্ত্রী শুভ পুষ্প মূল ফল ভোজন দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন

না। এবং মরণ কাল পর্য্যন্ত ক্ষমাযুক্তা হইয়া এবং নিয়মপরা হইয়া এক পত্নীদিগের যে ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রীদিগের যে ধর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। কুলসন্ততি না করিয়াও কুমার ব্রহ্মচারী যে ব্রাহ্মণ তাহারা সহস্রং স্বর্গে গিয়াছেন। পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অপুত্রা হইয়াও স্বর্গে যান যেমন কুমার ব্রহ্মচারীরা স্বর্গে গিয়াছেন॥ ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে স্ত্রী যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যে থাকিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিয়াছেন। শ্রুতি॥ যৎকিঞ্চিন্মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজমিতি। যে কিছু মনু কহিয়াছেন সেই পথ্য জানিবে॥ এবং বৃহস্পতিস্মৃতি॥ মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। মনুস্মৃতিবিপরীত যে স্মৃতি তিনি প্রশংসনীয় নহে॥

বিধায়ক।—[তুমি] যে কহিতেছ সকল স্মৃতি অপেক্ষায় মনুস্মৃতি বলবতী এ যথার্থ কিন্তু বৃহস্পতিবচনে সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে এই একবচন নির্দ্দেশ দ্বারা এই অর্থ হয় যে এক স্মৃতির সহিত যদি মনুস্মৃতির বিরোধ হয় তবে সে স্থলে মনুস্মৃতির বলবত্তা এ স্থলে অঙ্গিরা পরাশর হারীত স্মৃতি ভারত স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির সহিত মনুস্মৃতির বিরোধে অনেকের মতসিদ্ধ যে তাহারি গ্রাহ্যতা একের মতের গ্রাহ্যতা নহে ইহার প্রমাণ জৈমিনিসূত্র॥ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বং॥ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি যদি এক স্থলে হয় তবে অনেকের যে ধর্ম্ম তাহারি গ্রাহ্যতা॥ এবং শ্রুতি স্মৃতি বিরোধ হইলে শ্রুতির বলবত্তা ইহার প্রমাণ যাবালের বচন॥ শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে তু কর্ত্তব্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সদা॥*॥ শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতির বলবত্তা যে স্থলে বিরোধ নাই সে স্থলে বৈদিক কর্ম্মের ন্যায় স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম করিবেক। অতএব এ বিষয় ঋগ্বেদশ্রুতি শুন॥ শ্রুতিঃ॥ ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবাঃ অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু যাময়ো যোনিমগ্রেঃ॥*॥ এই নারী শ্রেষ্ঠ স্ত্রী অবিধবা পতির শরীরের সহিত শীঘ্র চিতা প্রবেশ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করুন এবং ঐ স্ত্রী বিশিষ্ট কর্ম্মারম্ভদ্বারা সুন্দর পুত্রী ঘৃতাভ্যক্তা দুষ্ট শব্দরহিতা অর্থাৎ কীর্ত্তিমতী রোগরহিতা সুন্দর রত্নাভরণযুক্তা প্রথমত পতির প্রাপ্তি কারণ জলচ্চিতারোহণ করুন॥ এই সহমরণ অনুমরণবোধক শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যবোধক মনুস্মৃতির সঙ্কোচ হইয়া অর্থ এই হইল পতি মরিলে স্ত্রী দৈবাৎ কোনোরূপে যদি সহগমন অনুগমন না করে তবে সে স্ত্রী মরণকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক॥

নিষেধক।—তুমি যে কহিতেছ ঋগ্বেদশ্রুতি দ্বারা মনুস্মৃতির সঙ্কোচ হইল ইহা হৈতে পারে কিন্তু সহমরণ অনুমরণ না হৈতে পারে এ বিষয় শ্রুতি আছে তাহাতে মনোযোগ কর॥ শ্রুতিঃ॥ তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াদিতি॥ যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হৈলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হৈতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুঃ সত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না এই স্বর্গ কামনাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্যয়নিষেধক শ্রুতি দ্বারা স্বর্গ কামনাপূর্ব্বক

সহমরণ অনুমরণবোধক ঋগ্বেদশ্রুতি প্রভৃতি বাধিত হইলেন অতএব পতি মরিলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যই করিবেক সহগমন অনুগমন করিবেক না ইহা প্রাপ্ত হইল।

বিধায়ক।—তুমি যে কহিলা কামনাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্যয়নিষেধক শ্রুতিদ্বারা সহমরণ অনুমরণবোধক ঋগ্বেদশ্রুতি প্রভৃতি বাধিত হইলেন এ অতি অসঙ্গত যেহেতু অন্য শাস্ত্রদ্বারা বাধিত শাস্ত্রেরো বিষয় কোন স্থলে অবশ্যই থাকে নতুবা বাধিত শাস্ত্র ব্যর্থ হয় অতএব তুমি যে বাধিত২ কহিতেছ ইহা হইলে ঐ ঋগ্বেদশ্রুতি প্রভৃতি একেকালে ব্যর্থ হয় এ কারণ বৃহস্পতি কহিয়াছেন॥ কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥ কেবল এক শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া নির্ণয় করিবেক না যেহেতু যুক্তিহীন বিচার করিলে যথার্থ ধর্ম্মের হানি হয় অতএব তোমার পঠিত শ্রুতির এবং ঋগ্বেদশ্রুতি প্রভৃতির উপপত্তি শুন। মনুঃ। শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ॥ যে স্থলে এক শ্রুতি দ্বারা এক অর্থ বোধ হয় অন্য শ্রুতি দ্বারা অপর এক অর্থ বোধ হয় সে স্থলে উভয়ই ধর্ম্ম ইহা জানিবেক এই মনু কহিয়াছেন॥ এবং এক বিষয়ে যদি বিধি নিষেধ উভয় থাকে তবে উভয়েরি শাস্ত্রমূলকত্বপ্রযুক্ত বিকল্প হয় ইহার উদাহরণ। শ্রুতিঃ। অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি। নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি॥ অতিরাত্র নামে এক যাগ আছে তাহাতে ষোড়শী যে সোমপানপাত্রবিশেষ তাহার গ্রহণ করিবেক এই এক শ্রুতির অর্থ এবং ঐ যাগে ষোড়শীর গ্রহণ করিবেক না এই অপর এক শ্রুতির অর্থ এই দুই শ্রুতির তাৎপর্য্য এই ষোড়শী গ্রহণ করিলে প্রধান কর্ম্মের উপকারবাহুল্য হয় গ্রহণ না করিলেও প্রধান সিদ্ধ হয়॥ ইহার প্রমাণ কর্ম্মমীমাংসায় জৈমিনিসূত্র॥ অর্থপ্রাপ্তবদিতি চেন্ন তুল্যহেতুত্বাদুভয়ং শব্দলক্ষণং॥ রাগপ্রাপ্ত যে কর্ম্ম তাহার যেমন নিষেধবিধিদ্বারা সর্ব্বথা নিষেধ হয় সেইরূপ কোন শাস্ত্রপ্রাপ্ত যে কর্ম্ম তাহারো নিষেধ না হয় ইহা হৈতে পারে না যেহেতু উভয়ই তুল্য হইয়াছেন তুল্যতার কারণ এই যে বিধি এবং নিষেধ উভয়ই শাস্ত্রমূলক অতএব এ স্থলে এই প্রাপ্ত হইল স্বর্গ কামনা থাকে সহমরণাদিরূপ আয়ুর্ব্যয় করিবেক মুমুক্ষু হয় যদি তবে স্বর্গকামনাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্যয় করিবেক না এইরূপ ব্যবস্থিত বিকল্প হইল। এবং তোমার পঠিত শ্রুতি মুমুক্ষু-প্রকরণীয় এ প্রযুক্তও তাহার অর্থ এই হয় যে মুমুক্ষু ব্যক্তি স্বর্গকামনা করিয়া মরিবেক না অতএব স্বর্গকামীর সহমরণাদি কোনোরূপে নিষিদ্ধ নহে॥ ইহার প্রমাণ জৈমিনিসূত্র॥ প্রকরণান্তরে প্রয়োজনান্যত্বমিতি। প্রকরণের ভেদ থাকিলে প্রয়োজনেরো ভেদ জানিবা॥

নিবর্ত্তক।—তুমি উভয় শাস্ত্রের যে মীমাংসা দ্বারা উপপত্তি করিলা তাহা গ্রাহ্য করিলাম কিন্তু নানা শাস্ত্রেই কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন ইহাতেই কাম্য যে সহগমন অনুগমন তাহার সর্ব্বথা অকর্ত্তব্যতা হয়॥ ইহার প্রমাণ কঠোপনিষৎ॥০॥ অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্য-দুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥০॥ শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক্ হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম সেও পৃথক হয় ঐ জ্ঞান আর কর্ম্ম ইহারা পৃথক্২ হইয়া পুরুষকে আপন২ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে

তাহার কল্যাণ হয় আর যে কামনাসাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে প্রবিভ্রষ্ট হয়॥ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ॥ প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জংঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥*॥ অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয়ঃ করিয়া জানে তাহারা পুনঃ২ জন্মজরা মরণকে প্রাপ্ত হয়। আর যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডেতে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা জন্মজরা মরণাদি দুঃখে পীড়িত হইয়া পুনঃ২ ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধ সকল গমন করিলে পথে নানাপ্রকার ক্লেশ পায়॥ এবং সকল স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসের সার যে ভগবদ্গীতা তাহাতে লিখিয়াছেন॥*॥ যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্প্রতি॥ ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ যে সকল মূঢ়েরা বেদের ফলশ্রবণবাক্যে রত হইয়া আপাততঃ প্রিয়কারী যে ঐ সকল শ্রুতি তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহে আর কহে যে ইহার পর আর ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলচিত্ত ব্যক্তিরা দেবতার স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া মানে আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফলপ্রদান করে এবং ভোগৈশ্বর্য্যেতে প্রলোভ দেখায় এমৎ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমৎ বাক্য সকলকে পরমার্থসাধন কহে অতএব ভোগৈশ্বর্য্যেতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তনিষ্ঠা হয় না॥ এবং ভগবান্ মনু সকাম ও নিষ্কামের বিবরণ ১২ অধ্যায়ে করিয়াছেন॥ ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥ প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাষ্টিতাং। নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ কি ইহলোকে কি পরলোকে বাঞ্ছিত ফল পাইব এই কামনাতে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের পর জন্মমরণরূপ সংসারে প্রবর্ত্তক হয় আর কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করে তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহি অর্থাৎ সংসার হৈতে নিবৃত্ত করায় যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্ত কর্ম্ম করে তাহারা দেবতার সমান হইয়া স্বর্গাদি ভোগ করে আর যে ব্যক্তি নিবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে শরীরের কারণ যে পঞ্চ ভূত তাহা হৈতে অতীত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।

বিধায়ক।—তুমি এই সকল শাস্ত্রদ্বারা যদি কাম্য কর্ম্মের সর্ব্বথা অকর্ত্তব্যতা ইহা কহ তবে শ্রুতিঃ। স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত॥ স্বর্গকাম ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগ করিবেক এবং শ্রুতিঃ। স্বর্গকামো জ্যোতিষ্টোমেন যজেত॥ স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবেক ইত্যাদি শ্রুতি এবং অন্য২ কাম্যকর্ম্মবিধায়ক শ্রুতি সকল নিষ্ফল হয় অর্থাৎ ব্যর্থ হয় ইহার উত্তর কি কহ।

নিবর্ত্তক।—কাম্যকর্ম্মবিধায়ক শ্রুতি সকল ব্যর্থ নহে ইহার তাৎপর্য্য এই যে সকল মনুষ্যে প্রবৃত্তি নানাপ্রকার যাহারা কাম ক্রোধ লোভেতে আকুলচিত্ত হয় তাহারা নিষ্কাম পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবর্ত্ত না হইয়া যদি সকাম শাস্ত্র না পায় তবে এককালেই শাস্ত্র হইতে নিবর্ত্ত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় যথেষ্টাচার করিবেক অতএব সেই সকল লোককে যথেষ্টাচার হৈতে নিবর্ত্ত করিবার জন্যে নানাপ্রকার যজ্ঞাদি যেমন শত্রুবধার্থীর প্রতি শ্যেনযাগ এবং পুত্রার্থীর প্রতি পুত্রেষ্টি যাগ এবং স্বর্গার্থীর প্রতি জ্যোতিষ্টোম যাগাদির বিধান করিয়াছেন অতএব ঐ সকল ব্যক্তিরি কাম্য কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা এবং কাম্য কর্ম্ম-বিষয়ক শ্রুতি সকলেরো এইরূপে ব্যর্থতা নাই।

বিধায়ক।—তুমি যদি কাম্য কর্ম্মবিধায়ক শ্রুতির ব্যর্থতা ভয়ে সরাগ ব্যক্তির কাম্য-কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা স্বীকার করিলা তবে তোমার পঠিত কঠোপনিষৎ এবং মুণ্ডকোপ-নিষৎ এবং ভগবদ্গীতা ইহার তাৎপর্য্য এই হইল যে কাম্য কর্ম্ম নিষিদ্ধ নহে কিন্তু কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষায় নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং সকাম অধিকারী অপেক্ষায় নিষ্কাম অধিকারী শ্রেষ্ঠ ইহা আমাদিগেরো সম্মত।

নিবর্ত্তক।—তুমি যদি কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষায় নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ইহা স্বীকার করিলা তবে বিধবার নিষ্কাম এবং মুক্তিসাধন যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার আদর না করিয়া সকাম এবং স্বর্গসাধন যে সহমরণ অনুমরণ তাহার নিমিত্তে তোমার এত প্রয়াস কেন।

বিধায়ক।—তুমি যে বিধবার তৈলতাম্বূলমৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ যে ব্রহ্মচর্য্য সে নিষ্কাম কর্ম্ম এবং মুক্তিসাধন ইহা কহিতেছ সে শাস্ত্রবিরুদ্ধ যেহেতু পূর্ব্বোক্ত মনুবচনে বুঝাইয়াছে যে পতি মরিলে স্ত্রী সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্ম কামনা করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবেন এবং মনুর পর২ বচনে বুঝাইয়াছে যেমন কুমার ব্রহ্মচারীর সহস্র২ কুলসন্ততি না করিয়াও স্বর্গে গিয়াছেন তেমন পতি মরিলে অপুত্রা কিম্বা সপুত্রা স্ত্রী মরণকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া স্বর্গে যান এই মনুবচন দ্বারা এই বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সকাম কর্ম্ম এবং স্বর্গসাধন-ইহা বুঝাইল পরন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষায় স্ত্রীর সহমরণ অনুমরণে অতিশয় ফল যেহেতু ইহাতে ব্রহ্মঘ্ন কিম্বা কৃতঘ্ন কিম্বা মিত্রঘ্ন যে পতি সেও নিষ্পাপ হয় এবং নরক হৈতে মুক্ত হয় এবং ত্রিকুল পবিত্র হয় এবং স্ত্রীশরীর হৈতে মুক্ত হয় অতএব এই সহমরণ অনুমরণ বিষয়ে অধিক প্রয়াস।

নিবর্ত্তক।—তুমি এ যে কহিলা সে যথাশাস্ত্র কিন্তু পতি মরিলে পর যদি স্ত্রী জীবদ্দশায় থাকিয়া জ্ঞান অভ্যাস করে তবে মুক্ত হইতে পারে আর যদি সহগমন অনুগমন করে তবে মুক্ত হয় না অতএব সহগমন অনুগমন না করাই উচিত হয়।

বিধায়ক।—যে সকল স্ত্রী সর্ব্বদা বিষয়সুখে আসক্তা এবং কাম্য কর্ম্মফলে নিতান্ত আসক্তা এবং সর্ব্বদা সরাগ তাহাদিগেরে যে সহমরণ অনুমরণরূপ সাধ্বীর পরম ধর্ম্ম হৈতে বিরত করিয়া জ্ঞানাভ্যাস করিতে কহিতেছ এ কেবল তাহাদিগেকে ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট করা ইহার প্রমাণ ভগবদ্গীতা। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। যোজয়েৎ

সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ অজ্ঞান অতএব কর্ম্মেতে আসক্ত যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ করিবেক না অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিবেক না পরন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনি সাবধান হইয়া কর্ম্মাচরণ করিয়া তাহাদিগেকেও কর্ম্ম করিতে কহিবেক ইহার ভাব এই যদি ঐ ব্যক্তি সকলকে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করে তবে তাহাদিগের কর্ম্মে অশ্রদ্ধা হয় অতএব কর্ম্ম করে না এবং জ্ঞানও জন্মে না উভয়থা ভ্রষ্ট হয় ॥ এবং বশিষ্ঠের বচন ॥৯॥ সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা ॥ সাংসারিক সুখে আসক্ত যে ব্যক্তি আমি ব্রহ্মজ্ঞ এমত কহে সে কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম এই উভয় হৈতে পরিভ্রষ্ট অতএব তাহাকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেক অতএব জ্ঞানের নামো যে সকল স্ত্রী না জানে তাহাদিগেকে জ্ঞানাভ্যাস করিতে কহা বড় অনুপযুক্ত ॥

নিষেধক।—তুমি নানা শাস্ত্রের যথার্থ মীমাংসা করিয়া যাহা কহিলা ইহার দ্বারাই আমরা সহমরণ অনুমরণের নিষেধ করি না কিন্তু শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে যে জ্বলচ্চিতারোহণ তাহা না করিয়া পূর্ব্বে ঐ স্ত্রী চিতারোহণ করে পরে তোমরা সেই বিধবাকে তাহার পতির মৃত শরীরের সহিত দৃঢ় বন্ধন করিয়া তাহার উপরে কাষ্ঠ চাপা দিয়া তাহার উপর বৃহৎ বাঁশ দিয়া অগ্নিদ্বারা বিধবাকে দগ্ধ করিয়া যে মারো ইহাই আমরা নিষেধ করি যে এমন করিয়া স্ত্রীহত্যা সর্ব্বথা না কর ॥

বিধায়ক।—তুমি এ অতি অনবধান প্রযুক্ত কহিতেছ যে আমরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করি ইহার বিশেষ প্রমাণ শুনিয়া আপনাকেই অজ্ঞ করিয়া মানিবা অতএব ইহার বিশেষ শুন যে দেশে অত্যন্ত জ্বলচ্চিতারোহণের ব্যবহার আছে সে নির্ব্বিবাদ যে দেশে তাদৃশ ব্যবহার নাই কিন্তু মৃত পতির শরীরে দাহ করা যথাবিধানক্রমে অগ্নি দিয়া সেই অগ্নি চিতাসংযুক্ত করিয়া রাখে পরে সেই অগ্নিদ্বারা চিতা ক্রমেং জ্বলন্ত হৈতে থাকে এই কালে স্ত্রী যথাবিধানে ঐ চিতায় আরোহণ করে সেও দেশাচারপ্রযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে ইহার প্রমাণ মরীচি ঋষির বচন ॥ যেষু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ। তত্র তং নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ ॥ যে দেশে যাদৃশ শুদ্ধি এবং যে দেশে যে ধর্ম্মাচার সে দেশে তাহার অপমান করিবেক না অর্থাৎ সেইরূপ আচরণ করিবেক যেহেতু সে দেশের সেই ধর্ম্ম ॥ এবং বামনপুরাণের বচন ॥ দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং স্বজাতিধর্ম্মং নহি সন্ত্যজেচ্চ ॥ দেশের যে আচার এবং কুলের যে প্রধান ধর্ম্ম এবং স্বজাতির যে ধর্ম্ম তাহার ত্যাগ করিবেক না ॥ এবং রাজমার্ত্তণ্ডধৃত বচন দেশাচারস্তাবদাদৌ নিযোজ্যো দেশেং যা স্থিতিঃ সৈব কার্য্যা ॥ পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমত দেশাচারের নিয়োগ করিবেক অর্থাৎ অনুসন্ধান করিবেক পরে যে দেশের যে ব্যবস্থা তাহার বিধান করিবেক ॥

নিষেধক।—[তুমি] এ যে কহিতেছ দেশাচারপ্রযুক্ত ইহার গ্রাহ্যতা হইলে যে দেশে বনস্থ এবং পর্ব্বতীয় লোক সকলে দস্যুবৃত্তি দ্বারা প্রাণিবধাদি কর্ম্ম করিতেছে তাহাদিগেরো পাপ না হউক ॥

বিধায়ক।—তুমি যে দৃষ্টান্ত দিতেছ এ সঙ্গত হয় না যেহেতু বনস্থাদির ব্যবহার

সদাচারের গ্রাহ্য নহে সহগমনের বিষয় যে আচার ইহা মহাপ্রামাণিক ধার্ম্মিক পণ্ডিত সকলে আত্যাপরস্ত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন অতএব শিষ্টাচারেরি গ্রাহ্যতা দুষ্ট ব্যক্তির আচারের গ্রাহ্যতা নাই॥ ইহার প্রমাণ শিষ্য প্রতি গুরুর উপদেশ স্থলে তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥ অথ যদি তে ধর্ম্মবিচিকিৎসা বৃত্তিবিচিকিৎসা বা স্যাৎ যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনো যুক্তা আযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুর্যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা বর্ত্তেথা ইতি॥*॥ যদি তাহারা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করে কিম্বা বৃত্তি যে জীবিকা তাহা জিজ্ঞাসা করে তবে সে স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ এবং যুক্তিশীল এবং যুক্তির অনুসারে অনুষ্ঠানশীল এবং ক্রোধরহিত এবং কর্ম্মে ঔদাসীন্য না করে যে ব্রাহ্মণ সকল তাহারা যেরূপ আচরণ করে তাহা করিবেক॥ এবং ব্যাসের বচন॥ তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না ন চানুষের্দর্শনমস্তি কিঞ্চিৎ। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ সর্ব্বত্র ন্যায়ের বিষয় হয় না এবং শ্রুতিরো বিষয় হয় না এহেতু সে বিষয়ের জ্ঞান ঋষি ভিন্ন অর্থাৎ যোগিভিন্ন ব্যক্তির হয় না অতএব সে স্থানে যথার্থ ধর্ম্ম গুপ্ত আছে যেরূপ পর্ব্বতগুহাতে কোনো বস্তু গুপ্ত থাকে অতএব এমন বিষয়ে মহাজনেরা অর্থাৎ প্রামাণিকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিবেক॥ এবং স্কন্দপুরাণের বচন॥ যেষাং বিশ্বেশ্বরে বিষ্ণৌ শিবে ভক্তির্ন জায়তে। ন তেষাং বচনং গ্রাহ্যং ধর্ম্মনির্ণয়সিদ্ধয়ে॥ জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা যে বিষ্ণু শিব ইহাতে যাহার ভক্তি না জন্মে তাহার বাক্য ধর্ম্ম-নির্ণয়ের নিমিত্ত গ্রহণ করিবেক না।

নিষেধক।—এ যে কহিলা সে সপ্রমাণ কিন্তু ইহাতে সঙ্কল্পসিদ্ধি কিরূপে হয় যেহেতু জ্বলচ্চিতারোহণ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করে তাহা না করিয়া পূর্ব্বে চিতারোহণ করে॥

বিধায়ক।—তুমি সঙ্কল্পের অসিদ্ধি যে কহিতেছ সেও অনবধানপ্রযুক্ত যেহেতু গ্রামের কিঞ্চিদ্দগ্ধ হৈলে এবং বস্ত্রের কিঞ্চিদ্দগ্ধ হইলে গ্রামো দগ্ধঃ পটো দগ্ধঃ গ্রাম দগ্ধ হইল বস্ত্র দগ্ধ হইল এমত বাক্য পণ্ডিতেরা কহে সেইরূপ অল্পজ্বলন্ত যে চিতা সেও জ্বলচ্চিতাই হয় অতএব সংকল্পের অসিদ্ধি নাই।

নিষেধক।—এ যে কহিলা গ্রাহ্য করিলাম কিন্তু স্ত্রী জ্বলচ্চিতারোহণ করে তাহাকে দাহকেরা বন্ধনাদি করে কি প্রমাণে এবং দাহকেদিগেরি বা কেনো ইহাতে স্ত্রীহত্যাজন্য পাপ না হয়॥

বিধায়ক।—দাহকেরা যে দেশাচারপ্রযুক্ত বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যেহেতু পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনে বুঝাইয়াছে যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্মশরীরের প্রকৃষ্টরূপে দাহ না করে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে দাহ না করে তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রীশরীর হইতে মুক্তা হয় না এই প্রযুক্ত স্ত্রীর মৃত শরীর যদি খণ্ডং হইয়া চিতা হৈতে ইতস্তত পড়ে তবে স্ত্রীর শরীরের প্রকৃষ্ট দাহ হয় না এই জন্যে দাহকেরা বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রের অনুগত ব্যবহার এবং দাহকেরা বন্ধনাদি করে ইহাতে তাহাদিগের পাপ নাই বরঞ্চ পুণ্য হয় ইহার প্রমাণ আপস্তম্বের বচন॥ প্রযোজয়িতা অনুমন্তা কর্ত্তা চেতি স্বর্গে নরকফলভোক্তারো যো ভূয়

আরম্ভতে তস্মিন্ ফলে বিশেষঃ ॥ প্রযোজয়িতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক এবং অনুমতিকর্ত্তা এবং কর্ত্তা এঁহারা সকলে স্বর্গ নরক ভোগ করেন ইহার বিশেষ এই বৈধ কর্ম্মের প্রযোজক অনুমতিকর্ত্তা কর্ত্তা এঁহারা স্বর্গভোগ করেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রযোজকাদি সকলে নরক ভোগ করেন। এবং বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পুনঃ২ যে করে তাহার পুণ্যের বিশেষ হয় আর নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পুনঃ২ যে করে তাহার পাপের বিশেষ হয় অতএব বৈধ কর্ম্ম হইয়াছে যে সহমরণ এ বিষয়ের প্রযোজকাদির পুণ্যই হয় পাপ হয় না ॥

নিষেধক।—বন্ধনাদির কারণ যে কহিলা তাহা বুঝিলাম অপর এক কথা জিজ্ঞাসা করি স্ত্রী ঐ চিতাতে আরোহণ করিলে তাহাকে দাহকেরা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া স্ত্রীহত্যার পাপভাগী কেন হয় ॥

বিধায়ক।—তুমি এ অত্যন্ত বিপরীত কহিলা যেহেতু অনুজ্বলন্ত চিতাগ্নি দাহকেরা তৃণ কাষ্ঠাদিদ্বারা ঐ স্ত্রীর অনুমতিক্রমে যে প্রজ্বলিত করে ইহাতেও দাহকেদিগের পুণ্যই হয় পাপ হয় না ইহার প্রমাণ মৎস্যপুরাণের বচন ॥✱॥ অতিরূপেণ সম্পন্নান্ ঘটয়িত্বা বিনা ভৃতিং। ধর্ম্মকার্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ন গৃহ্লাতি কদাচন ॥ যোসৌ সুবর্ণকারশ্চ দরিদ্রো-প্যতিসত্ববান্। ন মূল্যমাদাদ্বেশ্যাতঃ সভার্য্যো ঋত্বিসংযুতঃ। সপ্তদ্বীপপতির্জ্জাতঃ সূর্য্যাযুত-সমপ্রভঃ॥ লীলাবতী নামে এক বেশ্যা ছিল তাহার লবণাচল দানকালে হেমতক্ষঘটক নামে এক স্বর্ণকার সে ধর্ম্মকার্য্য জ্ঞান করিয়া বেশ্যা হৈতে মূল্য গ্রহণ না করিয়া ঐ বেশ্যার লবণপর্ব্বত সুন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছিল পরে ঐ দরিদ্র ও সাত্বিক স্বর্ণকার ঐ পুণ্যদ্বারা ভার্য্যার সহিত অতিশয় ধনবান্ হইয়া সপ্তদ্বীপের রাজা হইল এবং অযুত সূর্য্যের তেজের তুল্য তাহার তেজ হইল। অতএব বেতন গ্রহণ না করিয়া পরের পুণ্য কার্য্যের অনুকূল যে করে তাহার অত্যন্ত পুণ্য হয় অতএব ঐ দাহকেদিগের পুণ্যব্যতিরিক্ত পাপের প্রসঙ্গ কি ॥

নিষেধক।—সহমরণ অনুমরণ বিষয়ে আমাদিগের যে নানাপ্রকার সংশয় ছিল তাহা তোমার নানা শাস্ত্রপ্রমাণ শুনিয়া দূর হইল।

বিধায়ক।—তুমি শাস্ত্রপ্রমাণ শুনিলা এখন আদ্যোপান্তের শিষ্টব্যবহার প্রমাণ শুন ॥ মিতাক্ষরাধৃত কপোতিকার ইতিহাস বিষয় ব্যাসের বচন ॥ পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং। তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্ত্তারং সাম্বপশ্যত ॥ পতিব্রতা যে এক কপোতিকা ছিল সে পতি মরিলে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল পরে ঐ কপোতিকা স্বর্গে যাইয়া পতিকে পাইয়াছিল। শ্রীভাগবতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের বচন ॥ দহ্যমানেঽগ্নিভির্দ্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে। বহিঃস্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি ॥ পত্রকুটীরাগ্নি [দ্বারা ?] ধৃতরাষ্ট্রের শরীর দাহকালে তাঁহার পত্নী যে···তিনি পূর্ব্বে কুটীরের বাহির ছিলেন পরে পতির পশ্চাৎ সেই অগ্নি প্রবেশ করিবেন। শ্রীভাগবতের বচন। রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহ-মুপগৃহ্যাগ্নিমাবিশন্। বসুদেবপত্ন্যস্তদ্গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ ॥ বলরামের শরীর গ্রহণ করিয়া তাঁহার পত্নী সকল অগ্নি প্রবেশ করিলেন। এবং বসুদেবের শরীর গ্রহণ করিয়া

বসুদেবের পত্নী সকল অগ্নি প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপুত্রবধূ সকল প্রদ্যুম্নাদির মৃত শরীর গ্রহণ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিলেন ॥ এমত সহস্র২ সহগমন ও অনুগমনের প্রমাণ আছে তাহা সকল লিখিতে অত্যন্ত কালবিলম্ব হয় ॥০॥ এই বিধায়ক নিবেধকের সম্বাদের মধ্যে যে মুণ্ডকশ্রুতি প্রভৃতি আছে তাহা শূদ্রাদির পাঠ্য নয় এবং শ্রোতব্য নয় ॥

সহমরণ বিষয়ে
প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ

[১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত]

A SECOND CONFERENCE BETWEEN AN ADVOCATE AND AN OPPONENT OF THE PRACTICE OF *BURNING WIDOWS ALIVE*.

সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ.

CALCUTTA,
PRINTED AT THE MISSION PRESS.
1819.

সহমরণের বিষয়

প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ।

প্রথমে প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন, আমি বিধায়ক সংজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া তোমার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের যে উত্তর দিয়াছি, তাহা তুমি বিশেষ রূপে দেখিয়া থাকিবে, তাহার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি।

নিবর্ত্তকের উত্তর।—প্রায় এক বর্ষ ব্যতীত হইলে পর যে উত্তর তুমি প্রস্থাপন করিয়াছ, তাহা অবগত হইয়াছি, তাহাতে যে সকল আমারদের বাক্যকে পুনরুক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরের সুতরাং প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা২ অন্যথা করিয়া অশাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর শুনিতে প্রবিধান করুন। প্রথমত চতুর্থ পত্রের শেষে বিষ্ণু ঋষি বচনের বিবরণ করিয়াছেন, যে মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পর, স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, কিম্বা জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেন, এমন অর্থ করিলে ইচ্ছাবিকল্প হয়, তাহাতে অষ্ট দোষ শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অতএব ব্যবস্থিত বিকল্প গ্রাহ্য করিতে হইবেক ; তাহাতে অর্থ এই, যে জ্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, এই অর্থেরই গ্রাহ্যতা, এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত স্কন্দপুরাণের বচন ও অঙ্গিরার বচন লিখিয়াছেন। উত্তর সর্ব্ব দেশে সকলের নিকট এই নিয়ম, যে শব্দানুসারে অর্থের গ্রাহ্যতা হয়, এ স্থলে বিষ্ণুর বচনে পাঁচটি পদ মাত্র দেখিতেছি। মৃতে ১ ভর্ত্তরি ২ ব্রহ্মচর্য্যং ৩ তদন্বারোহণং ৪ বা ৫ এই পাঁচ পদের ভাষাতে এই অর্থ হয়, যে পতি ১ মরিলে ২ ব্রহ্মচর্য্য ৩ অথবা ৪ সহগমন ৫। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য বিধবার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয়। কিন্তু জ্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, এইরূপ আপনকার অর্থ কোনো শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। এবং এরূপ অর্থ কোনো পূর্ব্বাচার্য্যেরা লিখেন নাই, যেহেতুক মিতাক্ষরাকার যাঁহার বাক্য সর্ব্বত্র প্রমাণ, এবং আপনিও যাঁহার প্রমাণ ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তেঁহ এই সহমরণ প্রকরণে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, যে মোক্ষার্থিনী না হইয়া অনিত্যাল্পসুখ স্বর্গকে যে বিধবা ইচ্ছা করে, তাহার সহগমনে অধিকার, তথাহি, অতশ্চ মোক্ষমনিচ্ছন্ত্যা অনিত্যাল্পসুখরূপস্বর্গার্থিন্যা, অনুগমনং যুক্তমিতরকাম্যানুষ্ঠানবদিতি সর্ব্বমনবদ্যং। এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য অঙ্গিরার এই বাক্য, যে নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি ইত্যাদি। অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার অন্য ধর্ম্ম নাই, তাহাকে ঐ বিষ্ণুবচন দ্বারা সঙ্কোচ করিয়া সহমরণ পক্ষ এবং সহমরণের অভাব পক্ষ উভয় পক্ষ বিধান করেন ;

তদ্‌যথা নাস্তোহি ধর্ম্ম ইতি তু সহমরণস্তুল্যার্থং। তথাচ বিষ্ণু, মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণংবেতি। দ্বিতীয়ত যে অবধি সংস্কৃত ভাষাতে শাস্ত্র রচনার আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি কোন গ্রন্থকারেরা, কি পণ্ডিতেরা আপনকার ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কদাপি করেন নাই, যে স্বর্গ কামনা করিয়া কাম্য কর্ম্ম করিতে অসমর্থ যে ব্যক্তি হইবেক, তাহার মোক্ষ সাধনে অধিকার হয়, বরঞ্চ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র কহিয়াছেন, যে মোক্ষ সাধনে অসমর্থ যাহারা হয়, তাহারা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক; এবং অত্যন্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা যদি মোক্ষের লালসা না রাখে, তবে কামনাপূর্ব্বকও কর্ম্ম করিবেক। তদ্‌যথা বাশিষ্ঠে, যস্মিন্ন রোচতে জ্ঞানং অধ্যাত্ম্যং মোক্ষসাধনং। ঈশার্পিতেন চিত্তেন যজেন্নিষ্কামকর্ম্মণা॥ যে ব্যক্তির মোক্ষের কারণ যে আত্মজ্ঞান তাহাতে প্রবৃত্তি না হয়, সে ব্যক্তি পরমেশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। মূঢ়ানাং ভোগদৃষ্টীনাং আত্মানাত্মাবিবেকিনাং। রুচয়ে চাধিকারায় বিদধাতি ফলং শ্রুতিঃ॥ আত্মা, এবং অনাত্মা, এই দুয়ের বিবেচনা করিতে অসমর্থ যে ভোগাসক্ত মূঢ় সকল তাহারদের প্রবৃত্তির নিমিত্ত এবং কর্ম্মেতে অধিকারের নিমিত্ত শ্রুতিতে ফলের বিধান করিয়াছেন। ভগবদ্গীতা, অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ অথৈতদপ্যশক্তোসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ক্রমশ জ্ঞানের অভ্যাসে যদি তুমি অসমর্থ হও, তবে আমার আরাধনারূপ যে কর্ম্ম তাহাতে তৎপর হইবা, যেহেতু আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিবাতে সিদ্ধিকে পাইবা। যদ্যপি আমাকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ আরাধনাতে অসমর্থ হও, তবে সংযমপূর্ব্বক তাবৎ কর্ম্মের ফলকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অতএব মোক্ষ সাধনের সম্ভাবনা আছে, যে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মে তাহা হইতে কামনা করিয়া আপনার শরীরের দাহ করাকে, অথবা অন্য শরীরের হিংসা করাকে শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকার করা, সে কেবল বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থকে তুচ্ছ করা হয়। শ্রুতিঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌বৃণীতে॥ জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন; ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন। আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্ত প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। বিশেষত সর্ব্বশাস্ত্রের সার ভগবদ্গীতাকে এককালে উচ্ছন্ন না করিলে কাম্য কর্ম্মের প্রশংসা করা যায় না, এবং

অজ্ঞকে কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে কদাপি পারে না, যেহেতু ভগবদগীতার প্রায় অর্দ্ধেক কাম্য কর্ম্মের নিন্দায় ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসায় পরিপূর্ণ আছে ; তাহার যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এবং এই ক্ষণেও যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥১॥ তথা, যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥২॥ তথা, দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়। বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৩॥ এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥৪॥ ঈশ্বরের উদ্দেশ বিনা যে কর্ম্ম তাহাই জীবের বন্ধনকারণ হয়, অতএব হে অর্জ্জুন, ফল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম্ম কর।১। কেবল ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, আর ফলেতে আসক্ত হইয়া কামনাপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করে, সে নিশ্চিত বন্ধন প্রাপ্ত হয়।২। হে অর্জ্জুন, জ্ঞানসাধন নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট হয়, অতএব জ্ঞানের নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান কর, ফলের নিমিত্তে যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা অতি নিকৃষ্ট হয়।৩। এই সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য হয়, হে অর্জ্জুন, আমার এই মত নিশ্চিত জানিবা।৪। গীতা পুস্তক অপ্রাপ্য নহে, এবং আপনারাও তাহার অর্থ না জানেন, এমৎ নহে ; তবে এই সকল শাস্ত্রকে অন্যথা করিয়া অজ্ঞলোকের তুষ্টির নিমিত্তে স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া শাস্ত্রজ্ঞানরহিত যে স্ত্রীলোক, তাহারদিগকে নিন্দিত পথে কেন প্রেরণ পুনঃ২ করেন ?

আর যাহা লিখিয়াছেন, বিষ্ণুবচনের অর্থে যে ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা জলচ্চিতারোহণ করিবেক, এইরূপ অর্থ করিলে অষ্ট দোষ উপস্থিত হয়। তাহার উত্তর। প্রথমত দোষ কল্পনার উদ্ভাবনা করিয়া স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধার্থের অন্যথা করা সামঞ্জস্য প্রকরণে কদাপি গ্রাহ্য নহে। দ্বিতীয়। পূর্ব্ব২ সংগ্রহকারেরা ঐ বিষ্ণুবচনের অর্থে এ দোষ গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই উভয়ের অধিকার, বরঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্য কহিয়াছেন। মিতাক্ষরাকার ঐ বিষ্ণুবচনকে সহমরণ প্রকরণে উত্থাপন করিয়া এ দোষের উল্লেখ করেন নাই, বরঞ্চ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মচর্য্য পক্ষের প্রাধান্য করিয়াছেন। তৃতীয়। ইচ্ছাবিকল্পে অষ্ট দোষ হইলেও, পূর্ব্ব২ গ্রন্থকারেরা বিশেষ২ স্থানে ইচ্ছাবিকল্প স্বীকার করিয়াছেন, যেমন, ব্রীহিভির্যজেত, যবৈর্যজেত। ব্রীহি দ্বারা, অথবা যব দ্বারা, যাগ করিবেক। কিন্তু এরূপ অর্থ নহে, যে যবেতে অসমর্থ হইলে ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবেক। উদিতে জুহোতি, অনুদিতে

জুহোতি। সূর্য্যের উদয়কালে হোম করিবেক, অথবা অনুদয়কালে হোম করিবেক; এ স্থলেও সমর্থাসমর্থ ভেদে বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু কোন গ্রন্থকারেরা আপনকার ন্যায় এরূপ অর্থ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই ইচ্ছাবিকল্প স্বীকার করিয়াছেন। উপাসীত জগন্নাথং শিবম্বা জগতাং পতিং। এ স্থলেও আপনকার মতানুসারে এই অর্থ হয়, যে শিবোপাসনাতে অসমর্থ হইলে বিষ্ণুর উপাসনা করিবেক; কিন্তু এরূপ অর্থ কোনো গ্রন্থকারেরা করেন নাই, এবং শিবের ও বিষ্ণুর উপাসনাতে ন্যূনাধিক্য স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ হয়। আর ইচ্ছাবিকল্পের অন্যথা করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয় বচন কহিয়া লিখিয়াছেন, অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন। তথাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ॥ পতি মরিলে স্ত্রী যদি দৈবাৎ কোনরূপে সহমরণ অনুমরণ করিতে না পারে, তথাপি বিধবা শীল রক্ষা করিবেক; যদি ধর্ম্ম রক্ষা না করে, তবে সে স্ত্রী নরকে গমন করে। আর এই অর্থকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অঙ্গিরা বচন লিখিয়াছেন, নাস্ত্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কহিচিৎ॥ এবং ইহার অর্থ লিখিয়াছেন, যে সাধ্বী স্ত্রীর এমন ধর্ম্ম আর নাই, অর্থাৎ সহগমন অনুগমনতুল্য এরূপ প্রধান ধর্ম্ম আর নাই। উত্তর। অঙ্গিরার ঐ বচনের শব্দ হইতে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়, যে সহমরণ ব্যতিরেক স্ত্রীলোকের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই; এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এই অর্থ স্বীকার করিয়া বিষ্ণুবচনের সহিত একবাক্যতা করিবার নিমিত্ত লিখেন, যে অঙ্গিরার বচনে সহমরণ বিনা আর ধর্ম্ম নাই। যে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা সহমরণের প্রশংসা মাত্র জানিবা, কিন্তু আপনি শব্দার্থের অন্যথা করিয়া এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যা অন্যথা করিয়া স্বমত স্থাপনের নিমিত্ত অর্থ করেন, যে সহগমন অনুগমনতুল্য প্রধান ধর্ম্ম আর নাই। অতএব এরূপ শাস্ত্রার্থের অন্যথা করিয়া স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া এরূপ অবলা স্ত্রীবধেতে প্রবর্ত্ত হওয়াতে কি স্বার্থ দেখিয়াছেন? তাহা জানিতে পারি না। স্কন্দপুরাণ বলিয়া যে বচন লিখিয়াছেন, ইহা যদি সমূলক হয়, তবে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, নাস্ত্যোহি ধর্ম্ম। এই অঙ্গিরার বচনে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত এ বচনেরও জানিবে, অর্থাৎ মনু বিষ্ণু প্রভৃতি বচনের অনুরোধে স্কন্দপুরাণের বচনেতে যে সহমরণের প্রাধান্য লিখেন, সে সহমরণের প্রশংসা মাত্র জানিবেন। যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে নিন্দিত যে স্বর্গকামনা, এমত কামনাবিশিষ্ট সহমরণকে ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম যাহাতে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া মোক্ষ হওনের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কথন সর্ব্বপ্রকারে অগ্রাহ্য ও পূর্ব্বং আচার্য্যের এবং গ্রন্থকারের মতবিরুদ্ধ হয়। ইতি প্রথমপ্রকরণং।

সপ্তম পৃষ্ঠের শেষ অবধি লিখিয়াছেন, যে অঙ্গিরা বিষ্ণু হারীতের স্মৃতি যদ্যপি সহমরণ প্রকরণে মনুবিরুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি অনেকের স্মৃতির সহিত মনুস্মৃতির বিরোধ হইলে মনুস্মৃতি বাধিত হয়, অতএব হারীত বিষ্ণু প্রভৃতির স্মৃতির দ্বারা মনুস্মৃতির অগ্রাহ্যতা হইয়াছে, এবং এ কথার সংস্থাপনের নিমিত্তে তিন যুক্তি প্রমাণ লিখিয়াছেন; আদৌ বৃহস্পতিবচনে লিখেন যে, মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ অর্থাৎ মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে, এ বচনে যা শব্দ একবচনান্ত দেখিতেছি, অতএব এক স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হইলে, সে স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, কিন্তু অনেক স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হইলে মনুস্মৃতির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। উত্তর তাবৎ নব্য প্রাচীন গ্রন্থকারের-দিগের এই সর্ব্বসাধারণ রীতি হয়, যে মনুস্মৃতির বিরোধ এক স্মৃতি অথবা অনেক স্মৃতির সহিত হইলে মনুস্মৃতির অনুসারে সেই সকল স্মৃতির অর্থ করিয়া থাকেন; মনুর স্মৃতিকে অন্য স্মৃতি দ্বারা বাধিত করিয়া স্বীকার করেন না, আপনি ঐ সকলের মতের অন্যথায় প্রবর্ত্ত হইয়া অন্য দুই তিন স্মৃতির দ্বারা মনুর স্মৃতিকে অপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, এ যুক্তি আপনকার কেবল পূর্ব্বাপর আচার্য্যেরদের মতবিরুদ্ধ হয়, এমত নহে, বরঞ্চ সাক্ষাৎ বেদবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু বেদ কহেন, যৎ কিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজং, যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য, এবং আপনিও ৭ পৃষ্ঠাতে ঐ শ্রুতি লিখিয়াছেন; অতএব মনুবাক্য অন্য বাক্যের দ্বারা অপ্রামাণ্য হইলে বেদের যে এই বাক্য অর্থাৎ যাহা মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য, সে অপ্রমাণ হয়; আর বৃহস্পতিবচনে যা এই সামান্য শব্দের প্রয়োগের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হয়, যে যে কোনো বচন যাহার স্মৃতিত্ব আছে, সে মনুবাক্যের বিপরীত হইলে অগ্রাহ্য হইবেক; এবং বৃহস্পতিবচনের পূর্ব্বার্দ্ধে হেতু দেখাইয়াছেন, যে বেদার্থের সংগ্রহ করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত মনুস্মৃতির প্রাধান্য জানিবে। অতএব এই হেতু প্রদর্শন দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইয়াছে, যে সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মনুস্মৃতি তাহার বিপরীত যে অন্য স্মৃতি সে সুতরাং বেদের বিপরীত, অতএব গ্রাহ্য নহে। বৃহস্পতিবচনে যে কোনো স্মৃতি মনুর বিরুদ্ধ হয় তাহাই অগ্রাহ্য, ইহাতে আপনি অর্থ করেন যে স্মৃতি এই এক-বচনান্ত প্রয়োগের দ্বারা এক স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হইলে মনুর প্রাধান্য হয়, আর অনেক স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে মনুস্মৃতি অপ্রমাণ হয়। এই সিদ্ধান্ত যদি আপনকার হইল, তবে পশ্চাৎ লিখিত শ্রুতির ঐ সিদ্ধান্তানুসারে অর্থ করিতে হইবেক, যথা, যো ব্রাহ্মণায়াবগুরেত্তং শতেন যাতয়াৎ যো নিহন্যাত্তং সহস্রেণ ইতি॥ যে কোনো এক ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হয়, সে ব্যক্তি শতযাতনা

নরকে যায়; আর যে আঘাত করে, সে সহস্রযাতনা নরকে যায়; অতএব এ স্থলেও একবচনান্ত প্রয়োগের দ্বারা যদি দুই তিন ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে মারে, কিম্বা এক ব্যক্তি দুই তিন ব্রাহ্মণকে মারে, তবে দোষ না হউক। এরূপ অনেক স্থল আছে, যাহাতে আপনকার সিদ্ধান্তানুসারে অর্থ করিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ হয়। দ্বিতীয় মনুস্মৃতির খণ্ডনের নিমিত্তে লিখিয়াছেন, যে ঋক্‌বেদে সহমরণ অনুমরণের প্রয়োগ আছে; অতএব বেদবিরোধের নিমিত্ত মনুস্মৃতির গ্রাহ্যতা নাই। উত্তর, আপনি ৯ পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে শ্রুতি লিখিয়া তাহার অর্থ লিখিয়াছেন, যে নিত্য নৈমিত্তিক নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মোপাসনার দ্বারা মুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব আয়ুঃসত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না; অতএব ইত্যাদি শ্রুতির সহিত মনুস্মৃতির সম্যক্ প্রকারে ঐক্য স্পষ্ট হইয়াছে, অথচ লিখিয়াছেন এস্থলে মনুস্মৃতি বেদবিরুদ্ধ হয়। আর, যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং। ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে মনুস্মৃতির সহিত বেদের বিরোধ কদাপি সম্ভব নহে; আর ঐ ঋক্‌বেদশ্রুতি যাহাতে সহমরণের উল্লেখ আছে, এই অধ্যাত্মপ্রকরণীয় শ্রুতির সহিত যে বিরোধ দেখাইতেছে তাহাতে ভগবান মনু অধ্যাত্মপ্রকরণীয় শ্রুতির বলবত্তা জানিয়া তদনুসারে ব্রহ্মচর্য্যের বিধি দিলেন, আর অতি মূঢ়মতি কামাসক্ত প্রতি সুতরাং ঐ ঋক্‌বেদশ্রুতির অধিকার রহিল; যাহার দ্বারা ঐ স্বর্গকামীদের পরম শ্রেয়ঃ হইতে পারে না, ইহা আপনিও ১১ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তিতে লিখিয়াছেন, এবং আমরাও সম্পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক সংবাদের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি। বিশেষত আপনি কোন্ না জানেন, যখন দুই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থের নিশ্চয় হঠাৎ না হয়, আর বেদের বিশেষার্থবেত্তা ভগবান্ মনু তাহার যে কোনো অর্থকে নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাহাকেই তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া পূর্ব্বাপর আচার্য্যেরা গ্রহণ করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে ভগবান্ মহেশ্বর জ্ঞানতো ব্রাহ্মণবধে প্রায়শ্চিত্ত আছে এমত বিধি দিয়া দেখিলেন, যে কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে। অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বধ করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই যে মনুবাক্য তাহার সহিত বিরোধ হয়; এ প্রযুক্ত সাক্ষাৎ বেদার্থ মনুবাক্যকে আপন বাক্যের দ্বারা বাধিত এবং উল্লঙ্ঘন না করিয়া ঐ মনুবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে কামতো ব্রাহ্মণবধে যদেতন্মনুনোদিতং। একান্ততো বিপ্রবধবর্জ্জনার্থমুদীরিতং॥ যদ্বা ক্ষত্রাদিবিষয়মেতদ্বৈ বচনং বিদুঃ॥ অর্থাৎ জ্ঞানত ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতি নাই, যে মনু কহিয়াছেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মবধ নিষেধের নিমিত্ত জানিবে, অথবা ক্ষত্রিয়াদির প্রতি এ বচনের বিষয় জানিবে; অতএব ভগবান্ মহাদেব আপন বাক্যের দ্বারা মনুবাক্যের অপ্রামাণ্য

করেন নাই, কিন্তু আপনি স্ত্রীহত্যা করিবার নিমিত্ত হারীত অঙ্গিরাবাক্য দ্বারা মনুবাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, মনুবাক্য খণ্ডনের উদ্দেশে জৈমিনি সূত্র লিখিয়াছেন তাহার অর্থ এই, বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি যদি এক স্থলে হয় তবে অনেকের যে ধর্ম্ম তাহারই গ্রাহ্যতা, অতএব দুই তিন শ্রুতির বিরুদ্ধহেতুক এ স্থলে মনুস্মৃতির অগ্রাহ্যতা হয়। উত্তর। এ সূত্র দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হয়, যে তুল্যপ্রমাণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি যদি একত্র হয়, তবে অনেকের ধর্ম্ম গ্রাহ্য হয়, তুল্যপ্রমাণ না হইলে এ সূত্রের বিষয় হয় না; যেমন এক শ্রুতির একশত স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে অগ্রাহ্যতা হয় এমত নহে, সেইরূপ সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মনুস্মৃতি তাহার অগ্রাহ্যতা এক স্মৃতি কিম্বা অনেক স্মৃতির বিরোধ দ্বারা হইতে পারে না, অধিকন্তু অঙ্গিরা হারীত বিষ্ণু ব্যাস ইহারা যেমন সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য এ দুয়ের অনুমতি বিধবার প্রতি করিয়াছেন, সেইরূপে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, শাতাতপ, প্রভৃতি ইহারা কেবল ব্রহ্মচর্য্যের বিধি দিয়াছেন, অতএব মন্বাদি বাক্যকে তুচ্ছ করিয়া স্বর্গ প্রলোভ দেখাইয়া কেন অবলা স্ত্রীর প্রাণ বধ করেন? ইতি দ্বিতীয়প্রকরণং।

প্লবা হ্যেতে ইত্যাদি শ্রুতি সকল, এবং যামিমাং পুষ্পিতাং বাচমিত্যাদি ভগবদ্গীতাশ্লোক, যাহা আমরা স্বর্গাদি কামনা করা অতি বিরুদ্ধ ইহার প্রমাণের নিমিত্তে লিখিয়াছিলাম, তাহা সকলকে আপনি প্রথমত লিখিয়া পরে, স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত, অর্থাৎ স্বর্গকামনাবিশিষ্ট ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগ করিবেক, ইত্যাদি কাম্য কর্ম্মের বিধায়ক শ্রুতি লিখিয়া বিচারপূর্ব্বক ১৭ পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ইহার তাৎপর্য্য এই হইল, যে কাম্য কর্ম্ম নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এবং সকাম অধিকারী অপেক্ষা নিষ্কাম অধিকারী শ্রেষ্ঠ। উত্তর। যদি সকাম অধিকারী হইতে নিষ্কাম অধিকারীকে শ্রেষ্ঠ কহিলেন, তবে বিধবাকে স্বর্গ কামনাতে প্রলোভ কেন দেখান? মুক্তিসাধন নিষ্কাম কর্ম্মে কেন প্রবর্ত্ত না করান? আর যে ইতিমধ্যে লিখিয়াছেন, যে কাম্য কর্ম্মের নিষেধ কোথাও নাই, এ অশাস্ত্র, যেহেতু কাম্য কর্ম্মের নিষেধক শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিলে স্বতন্ত্র বৃহৎ এক গ্রন্থ হয়, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, তবে কাম্য কর্ম্মের বিধায়ক শাস্ত্রও আছে, কিন্তু সে নিষ্কাম কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের অপেক্ষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল এবং বাধিত হয়; মুণ্ডকশ্রুতি, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। শাস্ত্র দুই প্রকার, শ্রেষ্ঠ আর অশ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যাহার অনুষ্ঠানে অবিনাশী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতা, অধ্যাত্মবিদ্যা

বিজ্ঞানাং, তাবৎ শাস্ত্রের মধ্যে অধ্যাত্মশাস্ত্র আমি। শ্রীভাগবতে, এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ। ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥ মোক্ষেতে যে বেদের তাৎপর্য্য তাহা না জানিয়া কুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল আপাতত রমণীয় যে ফলশ্রুতি তাহাকেই পরম ফল করিয়া কহে, কিন্তু যথার্থ বেদবেত্তারা এমত কহেন না। অতএব সকাম কর্ম্মের অধিকার অত্যন্ত মূঢ়ের প্রতি হয়, পণ্ডিতেরা ঐ সকল মূঢ়েরদিগকে কাম্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু লাভার্থী হইয়া ঐ কাম্য কূপেতে তাহারদিগকে মগ্ন করিবার প্রয়াস কদাপি করিবেন না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লিপি এবং তাঁহার ধৃত বচন, পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ। ভাগবতে, স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্মহি। ন রাতি রোগিণে পথ্যং বাঞ্ছতেপি ভিষক্তমঃ॥ পণ্ডিতেরা মূর্খ ব্যক্তিদিগকে কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন না। যেহেতু পুরাণে লিখেন, যে আপনি মুক্তিসাধন পথকে জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে কাম্য কর্ম্ম করিতে কহিবে না; যেমন কুপথ্য বাসনা করে যে রোগী, তাহাকে উত্তম বৈদ্য কদাপি কুপথ্য দেন না। ইতি তৃতীয় প্রকরণ।

১৭ পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তিতে লিখেন, যে বিধবার তৈল তাম্বূল মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম এবং মুক্তিসাধন কহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, এবং ইহার দুই প্রমাণ দিয়াছেন; এক এই, যে মনুবচনে বুঝাইতেছে, যে পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, অতএব আকাঙ্ক্ষা শব্দ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য সকাম বুঝাইল; দ্বিতীয় মনুর পরবচনে বুঝাইতেছে, যে কুমার ব্রহ্মচারীর ন্যায় বিধবা ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে যান, ইহাতে স্বর্গ ফল শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য কাম্য কর্ম্ম, ইহা স্পষ্ট বুঝাইল। উত্তর। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম নিষ্কাম, এবং মুক্তিসাধন হইতে পারে না, এরূপ কথন অতি আশ্চর্য্যকর, যেহেতু কি ব্রহ্মচর্য্য কি অন্য কোনো কর্ম্ম তাহাকে কামনাপূর্ব্বক করা, কি কামনা ত্যাগপূর্ব্বক করা, ইহা কর্ত্তার অধীন হয়; কোনো ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মকে স্বর্গ ভোগ নিমিত্ত করে, আর কোনো ব্যক্তি কামনার ত্যাগপূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তিপদকে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয়; অতএব বিধবা যদি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কামনারহিত হইয়া করে, তথাপি তাহার কর্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারে না, এরূপ প্রত্যক্ষের এবং শাস্ত্রের অপলাপ করা আপনকার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মনুর বচনে যে লিখিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্মকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক কাম্য হওয়া কদাপি বুঝায় না, যেহেতু মুক্তিতে ইচ্ছা করিয়া জ্ঞানের অভ্যাস করা যায়; ইহাতে কোনো শাস্ত্রে অথবা কোনো পণ্ডিতেরা

জ্ঞানাভ্যাসকে কাম্য কহেন না, কেন না প্রয়োজন ব্যতিরেকে কি দৈহিক কি মানস ক্রিয়া মাত্রেই প্রবৃত্তি হয় না? অতএব ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ফলকামনাপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্মকে কাম্য কহা যায়, সে কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। মনু, ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে, কি ইহলোকে কি পরলোকে বাঞ্ছিত ফল পাইব? এই কামনাতে যে কর্ম্ম করে, তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম্ম, অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের পর জন্মমরণরূপ সংসারে প্রবর্ত্তক হয়। আর যে লিখেন, মনুর পরবচনে কুমার ব্রহ্মচারীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যে বিধবারা করেন, তাঁহারা স্বর্গে যান, অতএব স্বর্গগমনরূপ ফল শ্রবণ দ্বারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য কাম্য হইবে। উত্তর, স্বর্গ ফল শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক কাম্যত্ব আইসে না, যেহেতু কেবল সকাম কর্ম্ম করিলেই স্বর্গ গমন হয়, এমত নহে, বরঞ্চ মুক্তির নিমিত্তে জ্ঞানাভ্যাস যাঁহারা করেন তাঁহারদের জ্ঞানের পরিপাক যে শরীর ধারণ পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যখন২ শরীর ত্যাগ তাঁহারা করিবেন তখন২ তাঁহারদের ভূরি কাল স্বর্গবাস হইবেক, পরে২ জ্ঞানের পরিপাক নিমিত্ত ইহলোকে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া জ্ঞান সাধনপূর্ব্বক মুক্ত হয়েন। ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন, প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টো-ভিজায়তে॥ জ্ঞানের পরিপাক না হইয়া সাধকের মৃত্যু হইলে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরদের প্রাপ্য যে স্বর্গ তাহাতে অনেক কাল বাস করিয়া, পুনরায় জ্ঞানাভ্যাসের নিমিত্ত শুচি এবং শ্রীমানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশেষত ঐ মনুর শ্লোকের টীকাতে কুল্লূক ভট্ট লিখেন, যে সনক বালখিল্য প্রভৃতির ন্যায় বিধবারা স্বর্গে গমন করেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রাপ্ত হইতেছে, যে বিধবারা ঐ সনকাদি নিত্যমুক্ত ঋষিরদের ন্যায় স্বর্গ গমন করেন, অতএব নিত্যমুক্তের তুল্য পদ প্রাপ্ত হওয়া নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য বিনা হইতে পারে না, এই হেতুক এখানে নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্যই তাৎপর্য্য হইতেছে, ইতি। চতুর্থ প্রকরণ।

১৮ পত্রে লিখেন, যে সহমরণে ও অনুমরণে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা বিধবার অতিশয় ফল, যেহেতু ব্রহ্মঘ্ন কৃতঘ্ন মিত্রঘ্ন যে পতি সেও নিষ্পাপ হয়, এবং নরক হইতে মুক্ত হয়; এবং ত্রিকুল পবিত্র হয়; এবং স্ত্রীশরীর হইতে নিষ্কৃতি হয়। উত্তর, আপনি ২৭ পৃষ্ঠায় ৩ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, যে কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, পুনরায় এখানে লিখেন, ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষায় সহমরণ শ্রেষ্ঠ, এবং তাহার হেতু এই লিখিয়াছেন, যে সহমরণ করিলে ত্রিকুল পবিত্র হয়; এবং মহাপাতকী যে পতি সেও মুক্ত হয়। পূর্ব্ব২ লিখিত বচন প্রমাণে স্পষ্টই প্রাপ্ত হইতেছে, যে এরূপ

ফলশ্রুতি কেবল অতি মূঢ়মতি ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশে ও শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যে, শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অতএব এই সকল স্তুতি-বাদকে অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা সকাম সহমরণকে প্রধান করিয়া কহা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়। আর যদি সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এরূপ ফল-শ্রুতিকে রোচনার্থ না জানিয়া যথার্থরূপে স্বীকার করেন, তবে এরূপ শরীর দাহ করাইয়া কুলোদ্ধার করিবাতে অত্যন্ত শ্রম, এবং দৈহিক ও মানস যাতনা হয়। অনায়াসেই মহাদেবকে এক পক্ব কদলীফলের দান অথবা বিষ্ণু কিম্বা শিবকে এক করবীরের প্রদান দ্বারা ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার কেন না করান? তদ্‌যথা। একং মোচাফলং পক্বং যঃ শিবায় নিবেদয়েৎ। ত্রিকোটিকুলসংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে॥ একেন করবীরেণ সিতেনাপ্যসিতেন বা। হরিং বা হরমভ্যর্চ্চ্য ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ॥ যে শিবকে এক কদলীফল দেয়, সে তিন কোটি কুলের সহিত শিবলোকে বাস করে। এক শ্বেত করবীর অথবা অশ্বেত করবীর শিবকে কিম্বা বিষ্ণুকে প্রদান করিলে ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার হয়; অধিকন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানাভ্যাস করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারদের প্রতিও ফলশ্রুতির ত্রুটি নাই, বরঞ্চ আপনকার কথিত ফলশ্রুতি হইতে অধিক হইবেক, শ্রুতিঃ, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, সর্ব্বে দেবা অস্মৈ বলিমাহরন্তি। পূর্ব্বপ্রকারে যাঁহারা জ্ঞান সাধন করিয়াছেন তাঁহারদের ইচ্ছা মাত্র পিতৃলোক মুক্ত হয়েন, সকল দেবতারা তাঁহারদের পূজা করেন; এরূপ ফলশ্রুতি লিখিতে হইলে পৃথক্ এক গ্রন্থ হইতে পারে। বিশেষত কাম্য কর্ম্মের অঙ্গবৈগুণ্য হইলে ফলের হানি এবং প্রত্যবায় হয়; আর মোক্ষার্থে নিষ্কাম কর্ম্মের অঙ্গবৈগুণ্যে কোনো দোষ নাই, ইহার কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেই কৃতার্থ হয়; ইহার প্রমাণ ভগবদ্গীতা, নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ নিষ্কাম কর্ম্মের আরম্ভ করিলে তাহা নিষ্ফল কদাপি হয় না, এবং কাম্য কর্ম্মের ন্যায় অঙ্গবৈগুণ্য হইলে প্রত্যবায় জন্মে না। আর নিষ্কাম কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেও সংসার হইতে ত্রাণ পায়, অতএব সর্ব্ব-প্রকারে অঙ্গবৈগুণ্যের সম্ভাবনা সহমরণে ও অনুমরণেতে আছে, বিশেষতঃ আপনারা যেরূপে বিধবাকে বলেতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দাহ করেন তাহাতে স্বর্গভোগের সহিত বিষয় কি কেবল অপঘাত মৃত্যুফলের ভাগী মাত্র বিধবা হয়। ইতি পঞ্চম প্রকরণ।

১৭ পৃষ্ঠার ৩ পংক্তির পর্য্যবসানে সহমরণ অপেক্ষায় বিধবার জ্ঞানাভ্যাসকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় তাহারদিগকে সহমরণে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে জ্ঞানাভ্যাস হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশে লিখেন, যে সকল স্ত্রী সর্ব্বদা

বিষয়সুখে আসক্তা, এবং কাম্য কর্ম্মফলে নিতান্ত আসক্তা, এবং সর্ব্বদা সরাগা; তাহারদিগকে সহমরণরূপ বিধবার পরম ধর্ম্ম হইতে বিরক্ত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত করা কেবল তাহারদের উভয়বিভ্রষ্ট করা হয়, এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্তে গীতার শ্লোক লিখিয়াছেন, ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং ইতি।

উত্তর। সহমরণে স্ত্রীলোককে প্রবৃত্ত করিবার বিষয়ে আপনকারদের তাৎপর্য্য বিশেষরূপে এখন ব্যক্ত হইল, যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরদের স্ত্রীলোককে অত্যন্ত বিষয়সুখে আসক্তা এবং সরাগা করিয়া জানেন, সুতরাং এই আশঙ্কায় তাহারদের প্রতি কোনো মতে বিশ্বাস না করিয়া সহগমন না করিলে তাহারা ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইবেক, এই ভয়প্রযুক্ত স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া স্বামীর সহিত তাহারদের আয়ুঃশেষ করেন, কিন্তু আমরা এই নিশ্চয় জানি যে কি পুরুষ কি স্ত্রী স্বভাবসিদ্ধ কাম ক্রোধ লোভেতে জড়িত হয়েন, কিন্তু শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা এবং সৎসঙ্গের দ্বারা ঐ সকল দোষের দমন ক্রমশঃ হইতে পারে, এবং উত্তম পদ প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন, এই নিমিত্ত আমরা স্ত্রীলোককে এবং পুরুষকে অধম শারীরিক সুখের কামনা হইতে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস করি, অর্থাৎ স্বর্গে যাইয়া স্বামীর সহিত অত্যন্ত নিন্দিত স্ত্রীপুরুষের ব্যবহারপূর্ব্বক কিছু কাল বাস করিয়া পুনরায় অধঃপতিত হইয়া গর্ভের মলমূত্রঘটিত যন্ত্রণা ভোগ করহ, এমত উপদেশ কদাপি করি না। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারদিগকে পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া সাংসারিক অত্যন্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে বিধি দিয়াছেন, আর যাঁহারদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হইয়া থাকে, তাঁহারদিগের প্রতি কামনা-রহিত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, অতএব সেই শাস্ত্রানুসারে বিধবারদিগকে নিন্দিত এবং অচিরস্থায়ী যে স্বর্গসুখ তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস এবং পরম পদকে প্রাপ্ত করেন, যে জ্ঞানাভ্যাস তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে উদ্‌যোগ করি, অতএব বিধবা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া পরম পদকে প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে বিধবার ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইবার কদাপি সম্ভাবনা নাই। গীতা। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিং॥ হে পার্থ, আমাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র যে সকল পাপযোনি তাহারাও পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আপনারা স্ত্রীলোককে সরাগা জানিয়া এবং মোক্ষ সাধনে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া সহমরণে প্রবৃত্তি দেন, যে কেহ তাহারদের মধ্যে সহগমন না করে, আপনকার সিদ্ধান্তানুসারে তাহারদের

ইতো-ভ্রষ্টতো নষ্ট হওয়া নিশ্চিত হইল, যেহেতু আপনকার মতে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবার তাহারা যোগ্যই নহে, এবং সহমরণ দ্বারা স্বর্গারোহণও তাহারদের হইল না। আর, ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। কর্ম্মেতে আবৃত যে অজ্ঞানী, তাহারদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, এই যে গীতার প্রমাণ দিয়াছেন, সে বচনের তাৎপর্য্য এই, যে কামনারহিত কর্ম্মীর বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেক না, কিন্তু আপনি সকাম কর্ম্মীর বিষয়ে এ বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন, এ অত্যন্ত অন্যায়, যেহেতু কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া কি এ বচনের কি সমুদয় গীতার তাৎপর্য্য হয়, অতএব গীতা ও তাহার টীকা দুই প্রস্তুত আছে, পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন, সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং ইত্যাদি। অর্থাৎ সংসারের সুখে আসক্ত হইয়া যে ব্যক্তি কহে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হই, সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হয়। এই যে বশিষ্ঠের বচন লিখিয়াছেন, এ যথার্থ বটে, যেহেতু সংসারের সুখে আসক্ত হউক, অথবা না হউক, যে কোন ব্যক্তি এমত অভিমান করে, যে আমি ব্রহ্মজ্ঞ অথবা অন্য কোন প্রকারে গুরুত্বাভিমান করে, সে অতি অধম। কিন্তু সহমরণ প্রকরণে এ বচন যাহার দ্বারা অভিমানের নিষেধ দেখিতেছি, তাহার উদাহরণের কি প্রয়োজন আছে, তাহা জানিতে পারিলাম না। ইতি ষষ্ঠ প্রকরণ।

আপনি বিংশতি পৃষ্ঠায় নিষেধকের পক্ষকে আশ্রয় করিয়া লিখেন, যে আমরা সহমরণ অনুমরণের নিষেধ করি না, কিন্তু বিধবাকে বন্ধনপূর্ব্বক যে দাহ করিয়া থাকেন তাহার নিষেধ করি। উত্তর। এ অত্যন্ত অসঙ্গত, যেহেতু আমারদিগের যে বক্তব্য তাহার অন্যথা লিখিয়াছেন, কারণ সহমরণ অনুমরণ সকাম ক্রিয়া হয়, আর কাম্য ক্রিয়াকে উপনিষৎ এবং গীতাদি শাস্ত্রে সর্ব্বদা নিন্দিতরূপে কহিয়াছেন, সুতরাং ওই সকল শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া সকাম সহমরণ হইতে বিধবাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস আমরা করিয়া থাকি, যে তাহারা শরীরঘটিত নিন্দিত সুখের প্রার্থনা করিয়া পরম পদ মোক্ষের সাধনে নিবৃত্ত না হয়, এবং বন্ধনপূর্ব্বক যে স্ত্রীবধ আপনকারা করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিষেধ না করিলে প্রত্যবায় আছে, অতএব বিশেষরূপে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে উদ্যুক্ত হই।

বলাৎকারে বিধবাকে দাহ করিবার দোষকে নির্দ্দোষ করিবার নিমিত্ত ঐ বিংশতি পত্রের শেষে লিখেন, যে২ দেশে অত্যন্ত জ্বলচ্চিতারোহণের ব্যবহার আছে, সে নির্ব্বিবাদ। যে দেশে তাদৃশ ব্যবহার নাই, কিন্তু মৃত পতির শরীরদাহকেরা যথাবিধানক্রমে অগ্নি দিয়া সেই অগ্নি চিতাসংযুক্ত করিয়া রাখেন, পরে সেই অগ্নির

দ্বারা চিতা অগ্রে২ জলন্ত হইতে থাকে, এই কালে স্ত্রী যথাবিধানক্রমে ঐ চিতার আরোহণ করে, সেও দেশাচারপ্রযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, এবং দেশাচারের দ্বারা ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার দুই তিন বচনও লিখিয়াছেন। উত্তর। স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ইত্যাদি দারুণ পাতক সকল দেশাচারবলেতে ধর্ম্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। বরঞ্চ এরূপ আচার যে দেশে হয়, সে দেশই পতিত হয়। ইহার বিশেষ পশ্চাৎ লিখিতেছি। অতএব বলাৎকারে কোন স্ত্রীকে বন্ধন করিয়া, পরে অগ্নি দিয়া দাহ করা, এ সর্ব্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং অতিশয় পাপের কারণ হয়। এরূপ স্ত্রীবধেতে একদেশীয় লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া করে, তথাপি বধকর্ত্তারা পাতকী হইবেক, অনেকে ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না, যে২ ক্রিয়ার শাস্ত্রে কোনো বিশেষ নিদর্শন নাই, সে স্থলে দেশাচার ও কুলধর্ম্মানুসারে সে ক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করিবেক, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রনিষিদ্ধ যে জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীবধ তাহা কতিপয় মনুষ্যের অনুষ্ঠান করাতে দেশাচার হইয়া সৎকর্ম্মে গণিত কদাপি হয় না। স্কন্দপুরাণ। ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ। দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥ যে২ বিষয়ের শ্রুতি, ও স্মৃতিতে সাক্ষাৎ বিধি ও নিষেধ নাই, সেই২ বিষয়ে দেশাচার কুলাচারের অনুসারে ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেক। যদি বল, দেশাচার ও কুলাচার যদ্যপিও সাক্ষাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তথাপি কর্ত্তব্য, এবং তাহা সৎকর্ম্মে গণিত হইবেক। উত্তর, শিবকাঞ্চী, ও বিষ্ণুকাঞ্চী, এই দুই দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক কি পণ্ডিত কি মূর্খ? তাহারদের কুলাচার এই, যে বিষ্ণুকাঞ্চীস্থেরা শিবের নিন্দা করিয়া আসিতেছে, আর শিবকাঞ্চীস্থ লোকেরা বিষ্ণুর নিন্দা করে, অতএব দেশাচার কুলাচারানুসারে শিবনিন্দা ও বিষ্ণুনিন্দার দ্বারা তাহারদিগের পাতক না হউক; যেহেতু প্রত্যেকে তাহারা কহিতে পারে, যে দেশাচার কুলাচারানুসারে নিন্দা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোনো পণ্ডিতেরা কহিবেন না, যে তাহারা দেশাচারবলে নিষ্পাপ হইবেক। এবং অন্তর্বেদের নিকটস্থ দেশে রাজপুত্রেরা কন্যাবধ করিয়া থাকে, তাহারাও কন্যাবধের পাতকী না হউক; যেহেতু দেশাচারে ঐ২ কুলের লোক সকলেই কন্যাবধ করিয়া থাকে, এরূপ অনেক উদাহরণস্থল আছে, অতএব সাক্ষাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ দারুণ পাতককে দেশাচারপ্রযুক্ত পুণ্যজনকরূপে কোনো পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন নাই।

বিধবাকে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা দেশাচারপ্রযুক্ত সৎকর্ম্ম হয়, ইহা প্রথমতঃ কহিয়া পুনরায় আপত্তি করিয়াছেন; যে বনস্থ, পর্ব্বতীয় লোক সকলে, দস্যুবৃত্তি

দ্বারা প্রাণিবধাদি করিতেছে, তাহাতে দেশাচারপ্রযুক্ত ঐ বনস্থেরদিগের পাপ না হউক। পরে ঐ আপত্তির সিদ্ধান্ত আপনি করেন, যে বনস্থাদি লোকের ব্যবহার উত্তম লোকের গ্রাহ্য নহে, সহমরণ বিষয়ে যে আচার তাহা মহাপ্রামাণিক ধার্ম্মিক পণ্ডিতেরা আদ্যোপান্ত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, অতএব শিষ্টের আচারের গ্রাহ্যতা দুষ্টের আচারের গ্রাহ্যতা নাই। উত্তর। দুষ্টতা ও শিষ্টতা, ব্যক্তির ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চিত হয়, সর্ব্বশাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং সর্ব্বযুক্তিবিরুদ্ধ যে বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ তাহা পুনঃ২ করিয়া এ দেশীয় লোক যদি শিষ্টমধ্যে গণিত হইলেন, তবে ইতর মনুষ্যাদি বধ যাহা পর্ব্বতীয়েরা ধনলোভে অথবা তাহারদের বিকট দেবতারদের তুষ্টির নিমিত্ত করে, ইহাতে তাহারা অতি শিষ্টের মধ্যে কেন না গণিত হয়?

দেশাচার যে কোনো প্রকার হউক, তাহার গ্রাহ্যতা, ইহার প্রমাণের নিমিত্ত যে শ্রুতি ও ব্যাসের বচন লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে শাস্ত্রজ্ঞ, ও যুক্তিশীল, এবং যুক্তির অনুসারে অনুষ্ঠানশীল, ক্রোধরহিত, এবং কর্ম্মে অবিরক্ত যে ব্রাহ্মণ সকল, তাঁহারা যেরূপ আচরণ করেন, তাহা করিবেক। আর শ্রুতি এবং যুক্তি নানাবিধ হইয়াছেন, অতএব মহাজন যে পথ অবলম্বন করেন, তাহাই গ্রাহ্য। উত্তর। শাস্ত্রজ্ঞ এবং যুক্ত্যনুসারে অনুষ্ঠানশীল যে মহাজন, তাহার আচারের গ্রাহ্যতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্র এবং সর্ব্বযুক্তিবিরুদ্ধ, জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে বন্ধন করিয়া যাহারা দাহ করেন, তাহারদিগকে শাস্ত্র ও যুক্তির অনুসারে অনুষ্ঠানশীল মহাজন করিয়া কহা যাইতে পারে না, সুতরাং তাঁহার আচারের গ্রাহ্যতা নহে। জ্ঞানপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিলে যদি মনুষ্য ধার্ম্মিক মহাজন কহাইতে পারেন, তবে অধার্ম্মিক মহাজনের স্থল আর নাই, অতএব পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে সাক্ষাৎ শাস্ত্রে যাহার বিধি নিষেধ না থাকে, দেশ কুলানুসারে তাহার নিষ্পন্ন করিবেক, এ স্থলে বিধবা অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক, এমত শব্দ প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব স্ত্রীবধকারী ব্যক্তিরদের আচারের দৃষ্টিতে ঐ বিধি অন্যথা করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক স্ত্রীকে চিতায় রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অগ্নি দিয়া দাহ করিলে স্ত্রীবধপাপ হইতে কদাপি নিষ্কৃতি হইতে পারিবেক না। আর স্কন্দপুরাণীয় কহিয়া যে বচন লিখিয়াছেন, ও যাহার অর্থ এই, যে ব্যক্তির শিবে এবং বিষ্ণুতে ভক্তি নাই তাহার বাক্য ধর্ম্মনির্ণয়ে গ্রাহ্য নহে, তাহার উত্তর। প্রতীকাবলম্বী যাহারা তাহারদের প্রতি এ বচনের অধিকার, অর্থাৎ নাম রূপাদি কল্পনা করিয়া যাহারা উপাসনা করে, শিবে ও বিষ্ণুতে ভক্তি না করিলে তাহারদের উপাসনা ব্যর্থ, এবং বাক্য অগ্রাহ্য। যেমন, কুলার্ণবে। আমিষাসবসৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তী স বর্জ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ॥

যাহার মুখেতে মদিরা মাংসের সৌরভ নাই, সে প্রায়শ্চিত্তী এবং ত্যাজ্য, ও সাক্ষাৎ পশু, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ বচনের অধিকার তান্ত্রিকের প্রতি হয়, অতএব এসকল বচনের বিষয় অধিকারিভেদে স্বীকার না করিলে শাস্ত্রের মীমাংসা হয় না। ঐরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্রেও লিখেন, কঠশ্রুতি। ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। হস্তাদি বিক্ষেপের দ্বারা উৎপন্ন অনিত্য যে ক্রিয়া সকল সে নিত্য যে মোক্ষপদ তাহার প্রাপ্তির কারণ হয় না। তথা। ধ্যায়ন্তো নামরূপাণি যান্তি তন্ময়তাং জনাঃ। অঞ্ধ্রুবাদ্বস্তুজাতাদ্ধি ধ্রুবং নৈবোপজায়তে॥ যে সকল ব্যক্তি নাম রূপের উপাসনা করে, তাহারা নামরূপময় হয়, যেহেতু অনিত্য বস্তুসমূহ হইতে নিত্য পদ প্রাপ্তি হইতে পারে না। তথা। যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেনাত্মাপহারিণা॥ যে ব্যক্তি অপরিচ্ছিন্ন অতীন্দ্রিয় দিক্‌কাল আকাশের ন্যায় নিষ্কল সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়গোচর দিক্‌কাল আকাশের ব্যাপ্য কামক্রোধাদিযুক্ত জানে, সেই আত্মাপহারী চোর কিং পাতক না করিলেক, অর্থাৎ অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, প্রভৃতি সকল পাপ তাহা হইতে নিষ্পন্ন হইল, অতএব এতাদৃশ পাপী ব্যক্তির বাক্য ধর্ম্মনির্ণয়ে কদাপি গ্রাহ্য নহে। ইতি সপ্তম প্রকরণ।

আপনি ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, যেমন গ্রামের কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে এবং পটের কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে গ্রাম দগ্ধ পট দগ্ধ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সেইরূপ চিতার এক অংশ জ্বলন্ত হইলে চিতাকে জ্বলচ্চিতা কহিতে পারি, অতএব বিধবার জ্বলচ্চিতা-রোহণ এ দেশে অসিদ্ধ না হয়। উত্তর। এরূপ বাক্যকৌশল করিয়া কতিপয় মনুষ্য যাঁহারা স্ত্রীবধে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহারদের মনোরঞ্জন করিলেন, কিন্তু বাক্যপ্রবন্ধবলে ঈশ্বরের বিচারে কি ত্রাণ হইতে পারে? যেহেতু হারীত ও অঙ্গিরার বচনে প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রবিবেশ হুতাশনং। অর্থাৎ অগ্নিতে বিধবা প্রবেশ করিবেক। সমারোহেদ্ধুতাশনং। অর্থাৎ বিধবা অগ্নিতে আরোহণ করিবেক। ইহার তাৎপর্য্য আপনি ব্যাখ্যা করিবেন, যে চিতা হইতে অনেক দূরে অগ্নি থাকিবেক, আর সেই অগ্নিসংযুক্ত রজ্জু কিম্বা তৃণাদি চিতাসংলগ্ন হইবেক, এরূপ চিতা যাহাতে অগ্নির লেশমাত্র নাই তাহাতে আরোহণ করিলে অগ্নি প্রবেশ করা, ও অগ্নিতে আরোহণ করা সিদ্ধ হয়, কিন্তু কি ভাষাতে কি সংস্কৃতে প্রবেশ শব্দের শক্তি বস্ত্বন্তরের অন্তর্গমনে রূঢ় হয়, যেমন এই গৃহেতে আমি প্রবেশ করিয়া-ছিলাম, এ প্রয়োগ গৃহমধ্য গমন ব্যতিরেক কদাপি হইতে পারে না; যদি সেই গৃহলগ্ন হইয়া এক দীর্ঘ কাষ্ঠ থাকে, আর সেই কাষ্ঠ এক রজ্জুর সহিত সংযুক্ত হয়,

আর কোন ব্যক্তি ঐ কাষ্ঠকে অথবা রজ্জুকে স্পর্শ করে, তৎকালে সে ব্যক্তি গৃহ প্রবেশ করিলেক, এ প্রয়োগ কি ভাষাতে, কি সংস্কৃততে, কেহ করিবেক না। আর আমার অর্দ্ধেক শরীর পিঞ্জরেতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এ স্থলে পিঞ্জরসংযুক্ত কোন এক বস্তুকে স্পর্শ করিলেও, আপনকার শব্দকৌশলের অনুসারে কহিতে পারা যাউক, যে পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যদ্যপিও চিতার কোনো কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলন্ত থাকিত, যাহা আপনকারদের রচিত চিতাতে কোনমতে থাকে না, তথাপিও পট দাহ গ্রাম দাহ যুক্তিক্রমে কহিতে পারিতেন, যে একদেশ জ্বলন্ত দ্বারা চিতা জ্বলন্ত হইয়াছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অগ্নি এরূপ দেদীপ্যমান না হয়, যে স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ তাহার মধ্যে যাইতে পারে, তাবৎ অগ্নিপ্রবেশ পদ প্রয়োগ কোনো প্রকারে হইতে পারে না। অতএব অবলা স্ত্রীবধের নিমিত্তে নূতন কোষ প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রামাণ্য বিজ্ঞ লোকের নিকট হওয়া অত্যন্ত অভাবনীয় জানিবে।

২৪ পৃষ্ঠার শেষ অবধি লিখেন, দাহকেরা যে দেশাচারপ্রযুক্ত বন্ধনাদি করে, সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনে বুঝাইতেছে, যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্মশরীরের দাহ না করে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে দাহ না করে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী-শরীর হইতে মুক্ত হয় না, এই প্রযুক্ত স্ত্রীর মৃত শরীর যদি চিতা হইতে খণ্ড২ হইয়া ইতস্তত পড়ে, তবে স্ত্রীশরীরের প্রকৃষ্ট দাহ হয় না, এই জন্যে দাহকেরা বন্ধনাদি করে। সেও শাস্ত্রের অনুগত ব্যবহার এবং দাহকেরা বন্ধনাদি করে, তাহাতে তাহারদিগের পাপ নাই, পরন্তু পুণ্য হয়; ও তাহার প্রমাণের নিমিত্তে আপস্তম্বের বচন লিখেন, যাহার তাৎপর্য্য এই, যে বৈধ কর্ম্মের যে প্রবর্ত্তক এবং অনুমতিকর্ত্তা ও কর্ত্তা সকলে স্বর্গে যান, আর নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অনুমতিকর্ত্তা এবং কর্ত্তা সকলে নরকে গমন করেন। উত্তর। আপনকার বক্তব্য এই হইয়াছে, যে চিতায় অগ্নি দিলে অগ্নির উত্তাপের ভয়ে কিম্বা অগ্নিস্পর্শ শরীরে হইলে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত কি জানি যদি বিধবা চিতা হইতে পলায়; সে আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দাহকেরা চিতার উপর স্ত্রীর শরীরকে বন্ধন করেন না, কিন্তু স্ত্রীর মৃত শরীরের খণ্ড২ দাহকালে চিতা হইতে কি জানি যদি ইতস্তত পড়ে, এ নিমিত্ত দাহকেরা জীবদ্দশাতেই চিতাতে বন্ধন করেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, যে লৌহরচিত রজ্জু দিয়া এরূপ বিধবাকে বন্ধন করিয়া থাকেন, কি সামান্য প্রসিদ্ধ রজ্জু দিয়া বন্ধন করেন? কারণ লৌহ যন্ত্রে শরীরকে প্রবিষ্ট করিয়া দাহ করিলে তাহার খণ্ড২ ইতস্তত পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না, অন্যথা সামান্য রজ্জু দিয়া যদি বন্ধন করেন, তবে সে রজ্জু শরীর দাহের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ সময়ে দগ্ধ হয়, অতএব সে দগ্ধ রজ্জু দ্বারা শরীরের ইতস্তত পতন

কোনোরূপে বারণ হইতে পারে না। অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পণ্ডিত লোকেরও এ পর্য্যন্ত অনবধানতা হয়, যে জলন্ত অগ্নির মধ্যে রজ্জু থাকিয়া দগ্ধ হয় না, এবং অঙ্গকে অগ্নি হইতে ইতস্তত পতনে নিবারণ করে, এরূপ বাক্য লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত লিখেন, অতএব বিজ্ঞ লোকে বিবেচনা করিবেন, যে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিবার হেতু যাহা আপনি লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে, কি না? সংসারেও সকল লোক এককালে নেত্রহীন হয় নাই, অতএব স্ত্রীদাহকালে যাইয়া দেখিলেই বিধবার বন্ধনের যে কারণ আপনি কহিয়াছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন; আর আপনকার অনুগত বিষয়ীরদিগের মধ্যে যাহার কিঞ্চিৎও সত্যতে শ্রদ্ধা আছে, তাহারা এরূপ হেতু শুনিয়া কিরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইবেন, তাহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে কোন্ আপনকার বিদিত না হইবেক? আপস্তম্বের বচন যাহা প্রমাণ নিমিত্ত আমারদের লেখা উচিত ছিল, তাহা আপনি লিখিয়াছেন, যেহেতু সে বচনের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতেছে, যে নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অনুমতিকর্ত্তা এবং কর্ত্তা নরকে যায়, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে অবৈধ ও অতি নিষিদ্ধ, জ্ঞানপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া যে স্ত্রীদাহ তাহার প্রবর্ত্তক ও অনুমতিকর্ত্তা ও কর্ত্তা ঐ বচনের বিষয় অবশ্য হইলেন, দেশাচার ছল হয় কিম্বা বন্ধন করিলে শরীরের খণ্ড ইতস্তত পড়িবেক না, এরূপ বাক্যকৌশলে, পরলোকশাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারিবে না।

আর ২৬ পৃষ্ঠা অবধি লিখেন, যে অল্প জলন্ত চিতাগ্নিদাহকেরা তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা ঐ স্ত্রীর অনুমতিক্রমে চিতাকে প্রজ্বলিত করে, তাহারদের পুণ্যই হয়, যেহেতুক বেতন গ্রহণ না করিয়া পরের পুণ্য কার্য্যের আনুকূল্য যে করে, তাহার অতিশয় পুণ্য হয়, এবং মৎস্যপুরাণীয় স্বর্ণকারের ইতিহাস লিখিয়াছেন, যে পুণ্য কর্ম্মের আনুকূল্য দ্বারা অতিশয় ফল পাইয়াছে। ইহার উত্তর। এই প্রকরণের পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে লেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যদি জ্ঞানপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া বৃহৎ বাঁশ দিয়া চুপিয়া স্ত্রীবধ করা পুণ্য কর্ম্ম হইত, তবে আনুকূল্যকর্ত্তারদের পুণ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ দারুণ পাতক, অতএব ইহার প্রযোজকেরা স্ত্রীবধের প্রতিফল অবশ্যই পাইবেক। শেষ পরিচ্ছেদে আদ্যোপান্তের শিষ্টব্যবহারের প্রদর্শন তিন বচনের দ্বারা দিয়াছেন; প্রথমত এক কপোতিকা স্বামীর সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল, দ্বিতীয় কুটীরাগ্নির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের শরীর দাহকালে গান্ধারী অগ্নি প্রবেশ করিলেন, আর বসুদেব বলরাম প্রদ্যুম্নাদির স্ত্রী সকল তাঁহার-দের শরীরের সহিত অগ্নি প্রবেশ করিলেন; এ তিন বৃত্তান্ত দ্বাপরের শেষে

অল্পকাল পূর্ব্বপশ্চাৎ হইয়াছিল, অতএব আদ্যোপান্ত প্রদর্শন করিবার নিমিত্তে অন্য২ উদাহরণ আপনকাকে দেওয়া উচিত ছিল; সে যাহা হউক, আপনকার বিদিত অবশ্য থাকিবেক, যে পূর্ব্বকালেও এ কালের ন্যায় কথক লোক মোক্ষার্থী কথক স্বর্গার্থী ছিলেন, এবং কথক পুণ্যাত্মা কথক পাপাত্মা কথক আস্তিক কথক নাস্তিক তাহাতে কি স্ত্রী কি পুরুষ যাঁহারা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহারদের স্বর্গ ভোগানন্তর পুনঃ পতন হইত, ঐ সকল শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ আছে। মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রে পুনঃ২ কামনা পরিত্যাগের বিধি তাঁহারদের প্রতি দিয়াছেন ঐ শাস্ত্রানুসারে অগণনীয় বিধবা সকল আদ্যোপান্ত অবধি মোক্ষার্থিনী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতাদি গ্রন্থে আছে, উদকে ক্রিয়মাণে তু বীরাণাং বীরপত্নীভিঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গামী যে কুরুবীর সকল যাঁহারা সম্মুখযুদ্ধে উৎসাহপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারদের পত্নী সকল মৃত শরীরের সহিত সহমরণ না করিয়া তর্পণাদি ক্রিয়া করিলেন। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন যে তিন উদাহরণ আপনি দিয়াছেন তাহাতে তিন স্থানেই অগ্নি-প্রবেশ শব্দ স্পষ্ট আছে, প্রবিবেশ হুতাশনং, তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি, উপগৃহ্যাগ্নিমাবিশন্। এবং ঐ তিন স্থানে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে বিধবা প্রজ্বলিত যে অগ্নি ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন; অতএব ইদানীন্তন যে বিধবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ না করে, কিন্তু অন্যে বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে দাহ করে, আপনকার লিখিত সকামীর আদ্যোপান্ত ব্যবহারও তাহার সিদ্ধ হয় না, এবং সহমরণ জন্য যে কিঞ্চিৎ কাল স্বর্গভোগ তাহাও সে বিধবার সুতরাং হইবেক না; এবং যাঁহারা তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক বৃহৎ বাঁশ দ্বারা ছুপিয়া বধ করেন তাঁহারা নিতান্ত স্ত্রীহত্যার পাতকী সর্ব্ব-শাস্ত্রানুসারে হইবেন। ইতি অষ্টম প্রকরণ ইতি।

প্রবর্ত্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ ১৮ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তিতে প্রায় লিখিয়াছি, যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা, এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়। স্বামীর পরলোক হইলে পর, শাস্ত্রানুসারে পুনর্ব্বার বিধবার বিবাহ হইতে পারে না, এককালে সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিরাশ হয়, অতএব এ প্রকার দুর্ভগা যে বিধবা তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ। যে-হেতুক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে কাল যাপন করা অত্যন্ত দুর্ঘট, সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা, যাহাতে কুলত্রয়ের কলঙ্ক জন্মে, এই নিমিত্ত বাল্যকাল অবধি স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া যায়, যে

সহমরণ করিলে স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ হয়, এবং তিন কুলের উদ্ধার হয়, ও লোকত মহাযশ আছে, যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বামী মরিলে অনেকেই সহমরণ করিতে অভিপ্রায় করে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে চিত্তভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা যায়।

নিবর্ত্তক।—এই যে কারণ কহিলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমারদিগের সুন্দররূপে বিদিত আছে, কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্ব্বদা করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে২ উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে২ দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয় ; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে২ বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনারদের ন্যায় অন্যকে শরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এপর্য্যন্ত যে কেহ২ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক২ পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি২ দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন২

নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে ; ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি২ তিরস্কার না করেন ; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে ; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে২ কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে ; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই২ পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে ; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়। ইতি সমাপ্ত। ১৭৪১ শক ১৬ আগ্রহায়ণ।

সহমরণ বিষয়

[১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত]

সং ॥ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা বিষয়ে গীতার শ্লোক সকলের উত্তরে কয়েক পত্রীতে যাহা২ লেখেন তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রথমত দৃষ্টি করিবেন, যে শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্ব্বাক্য কথন যদি পুনঃ২ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারাই সিদ্ধান্ত করিবেন যে গীতাদি শাস্ত্র বিচারকে গালিতে মিশ্রিত যে করে সে কি প্রকার নীচ হয়। শাস্ত্র সংক্রান্ত যে কিঞ্চিৎ তাঁহাতে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

বিপ্রনামার স্বাক্ষরিত যে পত্রী প্রথমে প্রকাশ হয় তাহাতে আদৌ লিখেন। "গীতার মতে স্বর্গাদি ফলের কারণ যে সকল কর্ম্ম তাহার নিন্দা ও নিষেধ যদি লেখক স্থির করিয়া থাকেন, তবে ফলেতে আসক্ত লোক সকলের পারত্রিক মঙ্গল বিষয়ের উপায় কি স্থির করিয়াছেন"। উত্তর, বিপ্রনামা যদি একবারও গীতাশাস্ত্রেতে মনোযোগ করিতেন, তবে এ প্রশ্ন কদাপি করিতেন না, যেহেতু সকাম ব্যক্তির পারত্রিক বিষয় যেরূপ হয় তাহা গীতার নবমাধ্যায়ে ভগবান্ বিশেষরূপে লিখিয়াছেন। যথা॥ "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং"॥ অর্থাৎ স্বর্গাদি কামনাপূর্ব্বক যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদের গতাগতি নিবৃত্তি নাই, কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা করেন তাঁহারা পরমেশ্বরপ্রসাদাৎ কৃতার্থ হন, এবং স্মার্ত্তধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচন। "অকামঃ সাত্ত্বিকো লোকো যৎ কিঞ্চিন্নিবেদয়েৎ। তেনৈব স্থানমাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতে॥ ধর্ম্মবাণিজিকা মূঢ়াঃ ফলকামা নরাধমাঃ। অর্চ্চয়ন্তি জগন্নাথং তে কামানাপ্নুবন্ত্যথ॥ অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং"॥ নিষ্কাম ব্যক্তি সাত্ত্বিক হয়েন তিনি যে কিঞ্চিৎ নিবেদন করেন তদ্দ্বারা সেই পদ প্রাপ্ত হন যাহার প্রাপ্তির পর দুঃখ না হয়। যাহারা ধর্ম্মকে বাণিজ্য করে তাহারা মূঢ় এবং যাহারা ফল কামনা করে তাহারা নরাধম, যেহেতু যদিও ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া ফলকে পায় কিন্তু ঐ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের সে ফল বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। বিপ্রনামা স্মার্ত্ত গ্রন্থেও মনোযোগ করিলে এ প্রশ্ন করিতেন না।

দ্বিতীয় লেখেন যে "সকাম কর্ম্মের নিন্দাবোধক কোন্ শ্লোক"॥ উত্তর, ভগবদ্গীতার যে যে শ্লোক কর্ম্মাধিকারে আছে সে সকলি কামনার নিন্দাবোধক হয়, এ বিষয়ে যদি বিপ্রনামা মনোযোগপূর্ব্বক গীতা দেখিতেন তবে এ প্রশ্নও করিতেন না॥

তৃতীয় লেখেন যে ভগবদ্গীতার যে কয়েক শ্লোক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার অধিকারী সকামী কি নিষ্কামী ॥ উত্তর, ঐ শ্লোক সকলের বিষয় সেই সেই ব্যক্তি হন যাঁহাদের কর্ম্মেতে অধিকার আছে, কিন্তু সকাম কর্ম্ম কর্ত্তব্য কি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তব্য এই সংশয়ে ভগবান্ সকাম কর্ম্মের নিন্দাপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন ॥

চতুর্থ লিখেন, নিষ্কাম লোক অধিক কি সকাম লোক অধিক ॥ উত্তর, এ অদ্ভুত প্রশ্ন হয়, লোকের যে ভাগ অধিক সেই ভাগ যদি উত্তমরূপে গণনীয় হয়, তবে স্ববৃত্তিস্থিত ব্রাহ্মণ হইতে এ ভারতবর্ষে স্ববৃত্তিত্যাগী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অধিক, এমতে স্ববৃত্তি ত্যাগ কি উত্তমরূপে গণিত হইবেক ॥

পঞ্চম লিখেন, যে অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের কামনার কি প্রকারে নিরাস হয় ॥ উত্তর, পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবৃত্তি দিলেই নিন্দিত কাম্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি ও তৎপরে সদ্গতি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সমানরূপে হইতে পারে। (প্রমাণ ভগবদ্গীতা) "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং" ॥ এবং মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের কাম্য কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা পরম গতি প্রাপ্তি হইয়াছে ইহা বেদ পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে ॥

ষষ্ঠ লিখেন। "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" এই গীতার শ্লোকের তাৎপর্য্য লেখক কি স্থির করিয়াছেন ॥ উত্তর, বিপ্রনামা কিঞ্চিৎ শ্রম করিয়া ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধ দৃষ্টি করিলেই তাৎপর্য্য জানিতে পারিতেন, যেহেতু ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধে লিখেন ॥ "যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্" ॥ অর্থাৎ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আপনি কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানী কর্ম্মসঙ্গীকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইবেন, যেহেতু জ্ঞানীর নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম্ম করিবেক, সুতরাং জ্ঞানীর কদাপি কাম্য কর্ম্মে অধিকার নাই তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক। কর্ম্মসঙ্গীদের কি প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা ভূরি স্থানে ঐ গীতাতে লিখিয়াছেন। (কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন) তুমি কর্ম্ম করিতে পার কিন্তু কর্ম্মফলেতে তোমার অধিকার কদাপি নাই ॥ (যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ ॥) পরমেশ্বরের উদ্দেশ ব্যতিরেকে অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম দ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত ষষ্ঠস্কন্ধবচন। "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণে পথ্যং বাঞ্ছতেপি ভিষক্তমঃ" । আপনি জ্ঞানবান্ ব্যক্তি

অজ্ঞানকে সকাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ করেন না, যেমন রোগী মনুষ্য কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না। এবং এই প্রমাণানুসারে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ব্যবস্থা লিখেন, "পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ" পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খকে কাম্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করিবেন না। কি আশ্চর্য্য বিপ্রনামা রাগান্ধ হইয়া এই দেশপ্রসিদ্ধ গ্রন্থেও মনোযোগ করেন না।

সপ্তম লেখেন, সহমরণাদির সঙ্কল্পবাক্যে ফলের উল্লেখ না করিয়া কাম্য কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম অন্য২ কর্ম্মের ন্যায় চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় কি না॥ উত্তর, প্রথমত স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনা ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাতে প্রবৃত্তি কদাপি হইতে পারে না, সুতরাং প্রবৃত্তির অভাবে শরীরদাহ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়ত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে আত্মার পীড়া দ্বারা অথবা অন্যের নাশের নিমিত্ত যে তপস্যা তাহাকে তামস করিয়া গীতাতে লেখেন, এবং ঐ তামস কর্ম্মকর্ত্তা অধোগতি প্রাপ্ত হয় ইহাও ঐ ভগবদগীতাতেই লেখেন। "মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং"॥ "জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ"॥ অতএব বিপ্রনামা যদি বিশেষ মনোযোগ করিয়া গীতা দেখিতেন তবে এ প্রশ্নও করিতেন না। মিতাক্ষরাতে কাম্য কর্ম্মের দ্বারা জীবন নাশের নিষেধ শ্রুতিও বুঝি বিশেষরূপে দেখেন নাই। "তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াৎ"। অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুঃ সত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না, অর্থাৎ মরিবেক না। এবং সহমরণাদি কাম্য কর্ম্ম সকল কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এরূপ ব্যবস্থা যদি বিপ্রনামা স্থির করিয়া থাকেন তবে বিপ্রনামা ইতঃপর ইহাও প্রবৃত্তি দিতে সমর্থ হইবেন, যে স্মার্ত্তধৃত নরসিংহপুরাণের বচন আছে যে "জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহ্নিসাহসী। ভৃগুপ্রপাতী সৌখ্যন্তু রণে চৈবাতিনির্ম্মলং॥ অনশনমৃতো যঃ স্যাৎ স গচ্ছেত্তু ত্রিপিষ্টপং"॥ যে ব্যক্তি জলে প্রবেশ করিয়া মরে সে আনন্দনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, সাহসপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে মরে সে প্রমোদনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, পর্ব্বতাদি উচ্চদেশ হইতে পতনপূর্ব্বক যে মরে সে সৌখ্যনামক স্বর্গকে পায়, যুদ্ধপূর্ব্বক যে মরে তাহার অতি নির্ম্মলনাম স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, আহার ত্যাগপূর্ব্বক যে মরে সে ত্রিপিষ্টপনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। অতএব ইহাতে নির্ভর করিয়া বিপ্রনামা কহিবেন যে, সঙ্কল্প ত্যাগপূর্ব্বক এ সকল প্রকারে শরীর ত্যাগ করিলে নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায় এই নানাবিধ আত্মহত্যাও চিত্তশুদ্ধির প্রতি কারণ হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত এ বচনও পাঠ করিবেন "যঃ সর্ব্বপাপযুক্তোপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ।

নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ”॥ সকল পাপযুক্ত হইয়াও যে মনুষ্য নিয়মপূর্ব্বক পুণ্য তীর্থে প্রাণত্যাগ করে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেক। এই বচন পাঠানন্তর বিপ্রনামা এ প্রবৃত্তিও দিতে সমর্থ হইবেন যে কামনা ত্যাগ করিয়া তীর্থমরণে চিত্তশুদ্ধি হইবেক, কিন্তু বিপ্রনামার ইহাও অনুভব হইল না যে স্বর্গাদি কামনা না করিলে এ প্রকার আত্মহননরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এবং এ প্রকার দুঃসাহস কর্ম্মে যে প্রবৃত্তি সে তামসী প্রবৃত্তি হয়, যাহা গীতায় ও উপনিষদে বারম্বার নিষিদ্ধ করিয়াছেন, এইরূপ বিপ্রনামা ভবিষ্য-পুরাণোক্ত নরবলি প্রদানের প্রবৃত্তিও দিবেন, যে যদ্যপিও এ ক্রুর কর্ম্ম হয় কিন্তু কামনা ত্যাগপূর্ব্বক করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবেক, এবং কালিকাপুরাণোক্ত এ মন্ত্রও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন। “নর ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণং” এবং এরূপ বিচারে বিপ্রনামা প্রবর্ত্ত হইবেন যে পূর্ব্ব২ যুগে কি পণ্ডিত ছিলেন না এবং ইহার পূর্ব্ব এই কলিকালেও কি পণ্ডিত ছিলেন না, দেখ নরবলি সত্যাদি যুগে হইয়া আসিয়াছে, জড় ভরত প্রভৃতির উপাখ্যান ইহার প্রমাণ হয় এবং কলিতেও তন্ত্রানুসারে নরবলির প্রথা ছিল এবং এ কালেও দেশবিশেষে হইতেছে, অতএব শাস্ত্রপ্রাপ্ত এবং পরম্পরা ব্যবহারসিদ্ধ নরবলি অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি কেহ কহে যে কামনাপূর্ব্বক কর্ম্ম গীতাদি শাস্ত্রমতে নিন্দিত হয়, তবে বিপ্রনামা কহিবেন যে কামনা ত্যাগপূর্ব্বক নরবলি দান কেন না কর চিত্তশুদ্ধি হইয়া মুক্তি হইবেক। ধন্য২ বিপ্রনামা ধন্য অধ্যাপক।

অষ্টম লিখেন যে গীতায় যদি ভগবান্ কাম্য কর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন তবে যুধিষ্ঠিরাদি যে কাম্য কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার অনুকূল কিরূপে ছিলেন॥ উত্তর, বিধিনিষেধাত্মক ভগবানের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং অন্যকেও সেই আজ্ঞানুরূপ উপদেশ করা কর্ত্তব্য “ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যমিত্যাদি” ইহাতে যদি বিপ্রনামা ভগবানের বিধিনিষেধবাক্যকে অতিক্রম করিয়া ভগবান্ যে২ কর্ম্ম করিতে অনুকূল ছিলেন তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পাণ্ডব প্রভৃতির ন্যায় উদ্যুক্ত হইলেন, তবে ইহার পর অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন ভগবানের আনুকূল্যতায় বিবাহ করিয়াছেন এই নিদর্শনে স্বশিষ্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের উপদেশও দিতে সমর্থ হইবেন, এবং পঞ্চ পাণ্ডবের এক কন্যা বিবাহ কৃষ্ণানুকূল্যে হইয়াছে ইহাকেও বিধি জ্ঞান করিয়া ইহার নিদর্শন দেখাইয়া তদনুরূপ ব্যবহারের অনুমতি দিতেও সমর্থ হইতে পারিবেন। অতএব ইহা জিজ্ঞাস্য, যে এ প্রকারে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্যে শাস্ত্রের নামকে বিপ্রনামা কেন

অবলম্বন করেন। অস্মাদি দেবতার ও অবতারদের কর্ম্মানুরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য এই ব্যবস্থা বিপ্রনামা প্রস্তুত করিয়াছেন, অতএব তদনুসারে ব্যবহারে বুঝি শীঘ্র প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

মুগ্ধবোধছাত্র নামে দ্বিতীয় এক পৃথক্ পত্রী প্রকাশ হয় তাহাতে শাস্ত্রসংক্রান্ত যে কিঞ্চিৎ লেখেন তাহার প্রথম এই "গীতার যে কয়েক শ্লোক সকাম কর্ম্ম নিন্দা বিষয়ে প্রকাশ হইয়াছে তাহার পূর্ব্বাপর সমন্বয় না করিলে মীমাংসা হয় না"॥ উত্তর, এ স্থলে মুগ্ধবোধছাত্রের এই উচিত ছিল যে ভগবদগীতার যে যে শ্লোক প্রকাশ করা গিয়াছে তাহার কোন্২ শ্লোকের কিম্বা কোনো এক শ্লোকের পূর্ব্বাপর অর্থের সহিত বিরোধ হয় ইহা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ সাধ্য ছিল না, বরঞ্চ মুগ্ধবোধছাত্র অদ্যাবধি এক বর্ষ শ্রমেতেও যদি তাঁহার আশঙ্কার সম্ভাবনা আমাদের লিখিত গীতার কোনো শ্লোকে দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহার বাক্য বিচারের যোগ্য হইতে পারে। গীতার শ্লোকের পূর্ব্বাপর সমন্বয় বিরোধ দর্শাইতে অসমর্থ হইয়া লিখেন, যে ভগবান্ ও তাঁহার অংশাবতার অর্জুন ও তাঁহার সমকালীন অনুগত ব্যক্তিরা যে যে ক্রিয়া করিয়াছেন সেইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও তদনুসারে গীতার অর্থ করিতে হইবেক। ইহার উত্তর, পূর্ব্বপত্রীর উত্তরে লিখা গিয়াছে, অর্থাৎ বিপ্রনামা ও মুগ্ধবোধছাত্র এইক্ষণে আপনাদের তাবৎ কর্ম্ম ভগবানের ও অর্জুনের ও তাঁহাদের সমকালীন লোকের ক্রিয়ার ন্যায় বুঝি সম্পাদন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, এবং অন্যকেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিবেন। অর্থাৎ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারা যে বিধি নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অর্জুন প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত ঐক্য হইলেই মান্য হইবেক, কিন্তু মুগ্ধবোধছাত্রের এরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বধর্ম্মের নাশের কারণ হয়, যেহেতু অস্ত্রত্যাগীর প্রতি অস্ত্রাঘাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে কিন্তু গীতা শ্রবণানন্তর অস্ত্রত্যাগী ভীষ্মকে অর্জুন অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন। এবং সাত্যকি ও ভূরিশ্রবা উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া ভূরিশ্রবার হস্তচ্ছেদ করিয়াছেন। এবং পাণ্ডবেদের গুরু দ্রোণাচার্য্যকে কৃষ্ণানুকূল্যে মিথ্যা কথা কহিয়া নষ্ট করিয়াছেন, মুগ্ধবোধছাত্র বুঝি এই প্রকার গুরুবধাদি কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইবেন, এবং স্বশিষ্যকেও এই সকল নিদর্শন দেখাইয়া প্রবর্ত্ত করাইবেন, যে পাণ্ডবেরা মিথ্যা কহিয়া গুরু বধ করিয়াছেন অতএব মিথ্যা কহিয়া গুরুহত্যা করিতে পারে। এই ব্যবস্থা দিয়া মুগ্ধবোধছাত্র সকল ধর্ম্ম নাশ করিতেছেন কি না তাহা মুগ্ধবোধছাত্রদের অধ্যাপক বিবেচনা করিবেন। এবং মাদ্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহমরণ দেখাইয়া মুগ্ধবোধছাত্র

দ্বারা মাদ্রীর ও কুন্তীর পুত্রোৎপত্তি নিদর্শন দেখাইয়া অন্য কোন পরাক্রমী ব্যক্তি দ্বারা স্ববর্গের আধুনিক স্ত্রীলোকেরও পুত্রোৎপত্তি করিতে প্রবৃত্তি দিবেন। কি আশ্চর্য্য মুগ্ধবোধছাত্র ও তাঁহারদিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভার্থী হইয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সহমরণের প্রবৃত্তির বিষয় লিখিয়াছেন ইহার উত্তর, প্রথম পত্রের উত্তরে ৪ পৃষ্ঠায় ৬ পংক্তি অবধি বিবরণপূর্ব্বক লেখা গিয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিবেন।

শেষে লিখেন যে তন্ত্রবচনানুসারে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অনুচিত এবং মনুষ্যের গোমাংস ভোজন কর্ত্তব্য এবং বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উচিত, এ সকল বিষয়ের অনুমতির নিমিত্ত রাজদ্বারে আবেদন করা যায়। উত্তর ঐ সকল তন্ত্রবচনের যদি বেদ ও মানবাদি স্মৃতির সহিত একবাক্যতায় মুগ্ধবোধছাত্রের বিশ্বাস হইয়া থাকে ও নিবন্ধকারদের মীমাংসাসম্মত হয় এরূপ তাঁহার নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে তিনি অগ্রে অবাধেই এ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ওই বচন সকলের অনৈক্য জানেন ও সংগ্রহকারের মীমাংসাসিদ্ধ নহে ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি মুগ্ধবোধছাত্র যে উপদেশ দিতেছেন সে ব্যর্থ শ্রম। যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥ এক প্রকার আত্মাকে অন্য প্রকার করিয়া যে প্রতিপন্ন করে সে আত্মাপহারী চোর কি২ অধর্ম্ম না করিলেক, অর্থাৎ অতিপাতক মহাপাতক উপপাতক সকল পাপ সে করিলেক, অতএব এ প্রকার পাতকী যে ব্যক্তি সে দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক ও অন্যকে প্রবর্ত্ত করিবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি। ইতি

তৃতীয় পত্রে লিখেন যে, শাস্ত্রদ্বারা অনিষিদ্ধ এবং অন্তঃকরণের তুষ্টিজনক যে যে কর্ম্ম পিতৃপিতামহাদি করিয়াছেন তাহা কর্ত্তব্য অতএব বিধবার সহমরণ উত্তম ধর্ম্ম হয়। উত্তর, সহমরণাদিরূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধে ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে, এবং এই প্রত্যুত্তর প্রবন্ধের ৪ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি দৃষ্টি করিবেন যে সকাম কর্ম্মকর্ত্তা মূঢ় ও নরাধম শব্দবাচ্য হয় এবং এস্থানেও পুনরায় কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, যথা ভাগবতে॥ "এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ। ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি"॥ মোক্ষেতে যে বেদের তাৎপর্য্য তাহা না জানিয়া কুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল ফলশ্রুতিকে উত্তম কহে কিন্তু যথার্থ বেদবেত্তারা ইহা কহেন না। এই সকল শাস্ত্রকে তুচ্ছ করিয়া স্ত্রীদাহরূপ সহমরণেতে উৎসুক যে হয় সে কি প্রকার নিষ্ঠুর ও ছলগ্রাহী তাহা বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা

:বেন। এ কি অজ্ঞানতা স্ত্রীবধের প্রাবর্ত্তক যে ব্যক্তি সে বন্দনীয় হইতে চায় তাহার নিবর্ত্তককে নিন্দনীয় জানায়।

দ্বিতীয় লেখেন যে মনুকথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ সহমরণ নহে। উত্তর, অজ্ঞানে যে ঃ তাহাকে পথ প্রদর্শন ব্যর্থই হয়। সহমরণ যে মনুকথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ য়ে যেং প্রমাণ দর্পণে প্রকাশ হইয়াছিল তাহার এক বাক্যের উত্তরে সমর্থ না । কেবল অধ্যবসায়পূর্ব্বক লিখেন, যে সহমরণ মনুকথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে। ব দয়া করিয়া পুনশ্চ লিখি, যেং স্থলে বিরুদ্ধ ক্রিয়াদ্বয়ের সম্ভাবনা হয় লে শাস্ত্রেতে আমরণান্ত এক ক্রিয়ার অনুজ্ঞা থাকিলেই সুতরাং অন্য ক্রিয়া তা হয়, যেমন যাবজ্জীবন গৃহে স্থিতি ও বিদেশ গমন এ দুই ক্রিয়ার সম্ভাবনাতে আজ্ঞা দিলেন যে তুমি আমরণান্ত গৃহে থাক, তখন সুতরাং সে ব্যক্তির বিদেশ অবশ্যই বাধিত হইল। চক্ষুর্মুদ্রিত হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টি থাকিতেও কেনো কূপে ত হও এবং অন্যকে নিপাত কর।

তৃতীয় লেখেন যে নির্ণয়সিন্ধুধৃত সহমরণবিধায়ক মনুবচন অগ্রাহ্য নহে। , নির্ণয়সিন্ধু আধুনিক কিম্বা প্রাচীন গ্রন্থ হইবেক, তাহাতে প্রথম কোটি, ঃ আধুনিক হইলে, সুতরাং অপ্রমাণ, বুঝি স্ত্রীবধেচ্ছু কোন ব্যক্তি কল্পিত বচন য়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, দ্বিতীয় কোটি, অর্থাৎ যদি সে গ্রন্থ প্রাচীন হয় তাহাতে এ প্রকার মনু নাম উল্লেখপূর্ব্বক বচন যদি পূর্ব্বাবধি থাকিত, তবে ক্ষরাকার সহমরণ প্রকরণে নির্ণয়সিন্ধুধৃত ঐ মনুবচনানুসারে সহমরণের উত্তমতা লিখিতেন, এবং কুল্লূক ভট্ট মনুর বিবরণে বিধবার ধর্ম্মকথনের প্রস্তাবে অবশ্য বচনের ব্যাখ্যা করিতেন, এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য আপন গ্রন্থে প্রাচীন নির্ণয়সিন্ধুর খ করেন কিন্তু সহমরণ প্রকরণে এ বচনের উল্লেখ কদাপি করেন নাই, ইহাতে বোধ হয় যে এ অশ্রুত অদৃশ্য বচন রচনা করিয়া নবীন কোন স্ত্রীবধেচ্ছু ব্যক্তি ন নির্ণয়সিন্ধুতে অর্পণ করিয়া থাকিবেন।

চতুর্থ লিখেন যে সহমরণবিধায়ক ঋগ্বেদমন্ত্র আছে॥ উত্তর, "ইমা নারীরবিধবা" দি মন্ত্রে সহমরণের বিধি নাই, সে কেবল পুরোবর্ত্তী নারীদের অগ্নিক্রিয়াবাদ , কিন্তু কামনাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগের নিষেধে উত্তরকাণ্ডীয় শ্রুতি আছে, এবং নার নিন্দায় ভূরি শ্রুতি রহিয়াছে, যাহার দ্বারাই ওই মন্ত্র সর্ব্বথা বাধিত ছে এবং বেদবাদে যাঁহারা আবৃত তাঁহাকে ভগবদ্গীতাতে মূঢ় কহিয়াছেন। মমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি

পক্ষম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেন, যে ওই কামনাপূর্ব্বক শরীর ত্যাগের নিষেধশ্রুতি ও কাম্য কর্ম্মনিন্দাপ্রদর্শক গীতাদির শ্লোক কোনো এক পুরাণের বচন দ্বারা বাধিত হইবেক। উত্তর, এরূপ অযোগ্য বাক্য কেহ কদাপি বুঝি শুনেন নাই, পুরাণবচন অপেক্ষা প্রসিদ্ধ যে হারীতের বচন "নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ"॥ অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার অন্য ধর্ম্ম নাই, ইহার ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন, "ইদন্ত সহমরণস্তুত্যর্থং"। এ বচন সহমরণের স্তুতি মাত্র। মুগ্ধবোধছাত্রের মতে যদি উত্তরকাণ্ডীয় শ্রুতি ও ভগবদ্গীতাদি শাস্ত্র অর্থবাদমন্ত্র কিম্বা বচনের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে, আর ঐ হারীতের কিম্বা পুরাণের বচনমাত্র প্রমাণ হয়, অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার অন্য ধর্ম্ম নাই, তবে গৃহস্থিতা যে সকল বিধবা সহমৃতা না হইয়াছেন সে সকল বিধবাকে মুগ্ধবোধছাত্র কি কহিবেন, অবশ্য সেই২ বিধবাকে ধর্ম্মত্যাগিনী কহিতে হইবেক এরূপে মুগ্ধবোধছাত্র সকল ঘরেই উত্তম দক্ষিণা পাইবেন। কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের অন্যথা করিয়া আপন কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্ম্মত্যাগিনী কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত্ত হইলে এইরূপ প্রবৃত্তিই ঘটিয়া থাকে ইতি। (শকাব্দাঃ ১৭৫১)

সম্পাদকীয়

সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ

এই পুস্তিকার শেষে কোন প্রকাশকাল দেওয়া নাই। ইহা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের
াশেষি চোরবাগানে হরচন্দ্র রায়ের প্রেসে মুদ্রিত হয়। ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮
রিখে শ্রীরামপুরের সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।

এই পুস্তিকাখানি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বাঙালী পরি-
ীত প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'তে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গাল
জটি'র পরিচালক ছিলেন—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায়।

'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদে' এবং এই বিষয়ক আরও দুইখানি পুস্তকে
হকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কাম্য কর্ম্ম সমস্তই শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে;
মরণ কেবল স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনামূলক; অতএব তাহা শাস্ত্রানুসারে
ত ও অকর্ত্তব্য।" (গ্রন্থাবলি, পৃ. ৮০৭)

সহমরণ যে শাস্ত্রে নিন্দনীয়, এই মত এদেশেরই এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—
ঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮১৭
াব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন
রিয়া উত্তরে সংস্কৃত ভাষায় নিজ মত ব্যক্ত করেন। তাঁহার মূল সংস্কৃত "পাতি"
ওয়া না গেলেও ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-সংখ্যা মাসিক 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'
ত্র তাহার যে সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়, তাহাতেই দেখা যায়, মৃত্যুঞ্জয়
লতেছেন,—

> "After perusing many works on this subject the following are my deliberate and digested ideas; Vishnoo-moonee and various others say, that the husband being dead, the wife may either embrace a life of abstinence and chastity, or mount the burning pile; but on viewing the whole I esteem a life of abstinence and chastity, to accord best with the law; the preference appears evidently to be on that side, Vyasa, Sungkoo, Ungeera, and Hareeta speaking of a widow's burning, say, that by burning

herself with her husband she may obtain connubial bliss in heaven ; while by a life of abstinence and chastity, she, attaining sacred wisdom, may certainly obtain final beatitude. Hence to destroy herself for the sake of a little evanescent bliss, cannot be her duty : burning is for none but for those who despising final beatitude, desire nothing beyond a little short lived pleasure. Hence I regard a woman's burning herself as an unworthy act, and a life of abstinence and chastity as highly excellent,..."

বিলাত হইতে প্রকাশিত সহমরণ বিষয়ক *Some Remarks in vindication of the resolution*, etc. পুস্তকে রামমোহন পূর্ব্বগামী মৃত্যুঞ্জয়ের এই মত প্রমাণ-স্বরূপ দাখিল করিয়াছিলেন।

সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ

ইহা কাশীনাথ তর্কবাগীশের 'বিধায়ক নিষেধকে'র প্রত্যুত্তরে লিখিত।

পুস্তকখানি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত। ফুলস্টপ, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্নের ব্যবহার—ইহার একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা পুস্তকে ইংরেজীর মত যতিচিহ্নের পুরাদস্তুর ব্যবহার রেঃ ইউস্টেস কেরী ও ইয়েট্সের পরামর্শে কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নীতিকথা', ২য় ভাগ পুস্তকে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন—ইহার উল্লেখ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির প্রথম রিপোর্টে (পৃ. ৩) আছে। এইরূপ যতিচিহ্নের ব্যবহার কেবলমাত্র শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত বাংলা পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

সহমরণ

ইহা "বিপ্র" এবং "মুগ্ধবোধছাত্র" নামে দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে লিখিত। পত্রগুলি সম্ভবতঃ 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—এই সংস্করণে প্রকাশিত পুস্তকগুলি পুনর্মুদ্রণকালে আমরা যথাসম্ভব মূলানুগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এগুলিতে যে-সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, মূল শাস্ত্রগ্রন্থের বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণের সহিত সেগুলি মিলাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

পৃ. ৬, প. ১৫, 'এমত' স্থলে 'এবং'; পৃ. ৬ ও ১৭, প. ২৫-২৬ ও ২০-২১, 'ইমা নারীরবিধবাঃ' ইত্যাদি স্থলে 'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।' —ঋগ্বেদসংহিতা, ১০ মণ্ডল, ১৮ সূক্ত, ৭ মন্ত্র; পৃ. ১১, প. ৩০, 'শাক্তদের' স্থলে 'শাক্তেয়ের'; পৃ. ১৬, প. ২০, 'নিরুক্তেতু আবৃং' স্থলে 'নিরুক্তে তু প্রাহুঃ'; পৃ. ১৯, প. ২, 'পরা' স্থলে 'প্রবা'; পৃ. ২৩, প. ৯, 'কেন হয়' স্থলে 'কেন [না] হয়'; পৃ. ২৬, প. ৮, 'সংবাদ' স্থলে 'সম্বাদ'; পৃ. ২৮, প. ১, 'স্বল্পার্থং' স্থলে 'স্বত্বার্থং'; পৃ. ৩৪, প. ১০, 'যোগিনে পথ্যং' স্থলে 'যোগিনেহপথ্যং'; পৃ. ৪৩, প. ১৪, 'শ্রীহাব' স্থলে 'শ্রীবাহ' হইবে।